নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

NAAC কর্তৃক মূল্যায়িত

পত্রিকা ২০২০

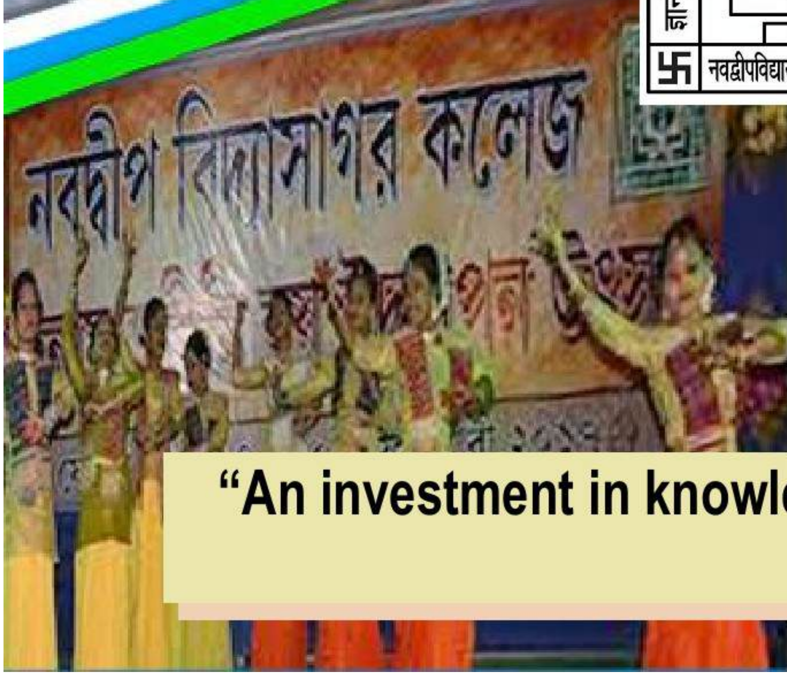

"An investment in knowledge pays the best interest"

----- *Benjamin Franklin*

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা ২০২০

নবদ্বীপ, নদীয়া।

প্রকাশনা উপসমিতি

অধ্যাপক ডঃ শুভদীপ চক্রবর্তী (আহ্বায়ক)
অধ্যাপিকা অরুণিমা চক্রবর্ত্তী
অধ্যাপিকা সঙ্গীতা দত্ত
অধ্যাপিকা ডঃ মৌসুমী রায় চৌধুরী(অতিথি সদস্য)
অধ্যাপিকা ডঃ সুতপা সাহা (মিত্র)
অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার বিশ্বাস
অধ্যাপিকা ডঃ সোমা মণ্ডল
অধ্যাপিকা ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাটার্জী সাহা
অধ্যাপিকা ডঃ সোমা শেঠ (দুলে)
অধ্যাপক শ্রী রূপেন মণ্ডল
শিক্ষাকর্মী শ্রী অশোক দে

-ঃ মুদ্রণে ঃ-
অঞ্জন এন্টারপ্রাইজ
রাজা মার্কেট, কলোনী মোড়, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা
মোঃ- ৯৮৩১২০৭১৭০

শ্রদ্ধায় — স্মরণে

'আর কতদূরে আছে সেই আনন্দধাম।'—

জীবনের পথ চলার অন্তিম অধ্যায় হল ঈশ্বরের আনন্দধামে গমন। মৃত্যু হল এমনই এক কঠিন সত্য যাকে মেনে নিতেই হয়। সময়ের সরণী বেয়ে অবশেষে পেরিয়ে এলাম আরও একটি বছর। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও ২০২০-এর নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের বৈচিত্রপূর্ণ রচনার সম্ভারে। যদিও এই বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারীর মধ্যে এই প্রথম **Online** মাধ্যমেই এই পত্রিকার প্রকাশ। এই প্রকাশ সততই আনন্দের যখন আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখনীর ও অনন্য প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে। কিন্তু এই আনন্দঘন মুহুর্তে আজ অনেকেই আমাদের মধ্যে থেকেও নেই। মৃত্যুর চরম অভিঘাতে তাদের হারিয়ে আজ আমরা শোকবিহ্বল। তাই এই সূচনাপর্বে সেই সব মানুষের প্রতি স্মরণ এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মাধ্যমে সার্থক হয়ে উঠুক—

"আমি আছি তোমার সভার দুয়ার -দেশে,
সময় হলেই বিদায় নেব কেঁদে হেসে।।"

আমরা গভীর দুঃখের সাথে স্মরণ করছি আমাদের কলেজের প্রাক্তণ অধ্যাপক শ্রী গৌরাঙ্গ সাহা (বাণিজ্য বিভাগ) মহাশয়, যিনি পরলোক গমন করেছেন। এরই সাথে আমরা স্মরণ করছি শ্রী মাণিক মোদক (আমাদের কলেজের কর্মী) যিনি সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। বিগত বছরে দেশ-বিদেশের অনেক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তাঁদের স্মরণীয় অবদান রেখে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন, যেমন- রাজনীতিবিদ্ শীলা দীক্ষিত, সুষমা স্বরাজ, অরুণ জেটলী প্রমুখ। বিখ্যাত গণিতবিদ্ বশিষ্ঠ নারায়ণ সিংহ,বিখ্যাত ক্রিকেটার মাধবরাও আপটে, বিখ্যাত অভিনেতা কুশল পাঞ্জাবী, সওকত আজমী, বিখ্যাত লেখক গিরিশ কণাদ, বাংলার বিশিষ্ট অভিনেতা স্বরূপ দত্ত, রুমা গুহ ঠাকুরতা, নিমু ভৌমিক, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, বিখ্যাত সঙ্গীতকার প্রতীক চৌধুরী, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চার্লস ভ্যান ডোরেন, জর্জিয়া বঙ্গল, বিবি এন্ডারসন, টিপার ম্যাথউ, ডেভিড পেক, রবার্ট হান্টার এবং আরও অনেকে, তাঁদের আমরা স্মরণ করি ও শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করি।

একই সঙ্গে আরা স্মরণ করি এই সময়কালে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের যাদের আমরা হারিয়েছি।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা সবাই এক অজানা ভাইরাসের করালগ্রাসের সম্মুখীন। এই কোভিড-১৯ অতিমারীকে যাদের আমরা হারিয়েছি তাদের প্রতি রইল শ্রদ্ধা ও সম্মান। প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে জানাই অন্তরের সমবেদনা। কামনা করি অসুস্থের দ্রুত ব্যাধি নিরাময় হোক, প্রার্থনা করি এক ভাইরাস মুক্ত উন্মুক্ত দিনের, বিশ্বাস করতে চাই জীবনের প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর—

"ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নবসাজ
আরম্ভ কর, জীবনের কাজ-
সরল সবল আননন্দমনে অমল অটল জীবনে।।"

PUNDARIKAKSHYA SAHA
Member,
West Bengal Legislative Assembly

Boralghat Road
Nabadwip, Nadia
M. 9002935006
6294182495

Date ১০/০৭/২০২২

শুভেচ্ছাবার্তা

ঐতিহ্যমন্ডিত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হবে জেনে আনন্দিত হলাম। ফুলের মধ্যে যেমন সুরভী লুকিয়ে থাকে তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের মনের মাঝে সুপ্ত আছে প্রতিভার মুকুল তা প্রস্ফুটিত হয় পত্র-পত্রিকাকে মাধ্যম করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা- ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।" মানুষ সব সময় নিজেকে প্রকাশ করতে ব্যাকুল তার হৃদয়ের শত বাসনা, শত আবেগ হৃদয় কন্দরে মাথা কুটে করছে বাইরে আসার তাগিদে। বিদ্যালয় বা কলেজ পত্রিকা শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। সাহিত্যের বিষয় হল মানব সমাজ এবং মানবচরিত্র। সাহিত্যই মানুষের যথার্থ মিলনের সেতু, সাহিত্যের সৃষ্টি না হলে মানুষ এতদিন অরণ্যেই থেকে যেত। যুগে যুগে এই সাহিত্যই মানুষকে আলোর পথ দেখিয়েছে, বিকশিত করেছে তার মনুষ্যত্বকে। আজকের শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের কর্মধারার ওপর দেশের মঙ্গল নির্ভরশীল। তাই আত্মকেন্দ্রিক জীবনের বলয় থেকে বেরিয়ে এসে দেশ ও দশের কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে। কলেজ পত্রিকা সমৃদ্ধ লেখায় দেশগঠনের বার্তাবালী হয়ে উঠুক - এই কামনা করি।

প্রতি,
ড. স্বপন কুমার রায়
অধ্যক্ষ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

১০/০৭/২০২২.
(পুন্ডরীকাক্ষ সাহা)
সদস্য
৮৪ নং নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্র
পশ্চিমবঙ্গ

Biman Krishna Saha
Chairperson
Nabadwip Municipality
Nabadwip, Nadia.
Pin.– 741302

NABADWIP MUNICIPALITY ESTD.: 1869

✆ : S.T.D.– 03472,
Office : 240-008, 241-279
✆ : Resi. : 240-550
Mob. : 9332422704

শুভেচ্ছা

Date 14/7/2021

'আলো যবে ভালোবেসে
মালা দেয় আঁধারের গলে
সৃষ্টি তারেই বলে।'

বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উক্তির মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের সৃজন প্রতিভার সার্থকতা। সৃষ্টিতেই স্ফুরিত হয় স্রষ্টার আশা ও আকাঙ্খা। মন সেখানে হয় উদার আকাশের মতো বিস্তারিত। ছাত্রজীবনে শিক্ষার্থীর সৃজন প্রতিভার বিকাশ ঘটায় স্কুল-কলেজের বার্ষিক পত্রিকা। মানুষ আপন সৃষ্টিকর্মে নিজের পূর্ণতাকে দেখতে চায়। বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা শিক্ষার্থীকে সেই পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। কবিগুরু বলেছেন, 'ফুল কেন ফোটে তাহা কাহার সাধ্য অনুমান করে। সাহিত্য সেই রূপ সৃজনধর্মী।' নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ ঐতিহ্য পরম্পরায় এবারো তার বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। সংবাদ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ইত্যাদি সকলের কাছে আনন্দ-বর্ধক। কেননা, একটা পত্রিকাই কলেজ ইতিহাসের অতীত ও বর্তমানের দর্পণ। সেই দর্পণের প্রতিফলিত প্রতিবিম্বই সকলকে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। আশাকরি সামগ্রিক ভাবনার বাণীরূপকে মূর্ত করে তুলে এই পত্রিকা যুগের ছবিকেই প্রাধান্য দেবে। আমি আন্তরিকভাবে পত্রিকার সাফল্য ও সৌকর্ষ কামনা করি।

প্রতি,
ড. স্বপন কুমার রায়
অধ্যক্ষ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

Board of Administrators
Estd.- 1869
Nabadwip
Nabadwip Municipality

শ্রী বিমান কৃষ্ণ সাহা
পৌরপ্রশাসক
নবদ্বীপ পৌরসভা
Chairperson
Nabadwip Municipality

© (03472) 240-014
Nabadwip Bidyasagar College
NABADWIP, WEST BENGAL

Ref.No. ***Date :***

অধ্যক্ষের কলমে—

প্রতি বছরের মত এই বছরেও ‘‘নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা- ২০২০’’ প্রকাশিত হতে চলেছে দেখে আনন্দিত হলাম। ২০২০ সালের এই বিশ্বমহামারির সময়ে এই পত্রিকার প্রকাশ সত্যি এক সাফল্য। এই বছরেই প্রথম **Online** পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে। এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

আমার দায়িত্ব প্রাপ্তির দুই বছর হল এবং দায়িত্ব প্রাপ্তির সময়ে এটাই প্রথম কলেজ পত্রিকা। আমাদের কলেজ **Academic** এবং নানাবিধ কাজ যেমন ছাত্রভর্তি, শিক্ষার উন্নয়নে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। **RUSA** তে মডেল কলেজ নির্বাচিত হওয়ার পরে অনেক উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা হয়েছে। আশাকরি যে মহামারি শেষে সেই সব কাজ আরও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হবে।

তবু চলার কোন শেষ নেই। যদিও এই মুহূর্তে এই মহামারি মোকাবিলাই হোক আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমার স্থির বিশ্বাস যে সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সকলের সাহচর্যে আমরা অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাব। সকলকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

Principal
Nabadwip Vidyasagar College
Nabadwip, Nadia-741302

(03472) 240-014

Nabadwip Bidyasagar College

NABADWIP, WEST BENGAL

Ref.No. ***Date :***

শুভেচ্ছাবার্তা

It's a great pleasure that our beloved college is coming up with the students' Magazine- 2020. In keeping with the tradition, this Magazine is an yearly opportunity for everyone to flex their literary muscles and see the ultimate result in print, but this year, due to the COVID-19 pandemic, the Magazine publication will be on online mode only. I sincerely wish this endeavor, its literary and creative success.

শুভেচ্ছান্তে—

Arun Kr [illegible]

সম্পাদক

শিক্ষক সংসদ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

© (03472) 240-014
Nabadwip Bidyasagar College
NABADWIP, WEST BENGAL

Ref.No. *Date :*

শুভেচ্ছাবার্তা

এই ভয়াবহ অতিমারীর মধ্যে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশনা এক অভাবনীয় সাফল্য। আমি নিজেও অত্যন্ত আনন্দিত। ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পঠন পাঠনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের লেখনীতে কল্পনার-চিন্তার-শিক্ষার অঙ্গনে তাদের দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্য, সামাজিক ও দায়িত্ববোধের পরিচয় রাখবে — এই আমার বিশ্বাস।

পত্রিকার সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি এবং পত্রিকার সাথে সম্পর্কিত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই।

শুভেচ্ছান্তে—
অশোক দে
সম্পাদক
কর্মচারী সমিতি
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

সূচীপত্র

মূল-ভাবনাঃ COVID-19 মহামারীঃ মানবতা এবং পরিবেশ

বিষয়	পৃঃ
আমার কথা	১ - ৭
কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ	৮
আমাদের শিক্ষকমন্ডলী	৯ -১০
আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ	১১
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের (২০১৯-২০) দাবী ও সাফল্য	১২
ঃ কবিতা ঃ	
বাঁচব আবার একসাথে	১৩
মন মণিয়া	১৪
নতুন পৃথিবীর জন্মের অপেক্ষায়	১৫
করোনা	১৫
লকডাউন	১৬
কোভিড-১৯ মহামারী	১৬
পরিস্থিতি	১৭
সৃষ্টির দৃষ্টি	১৭
শহর থেকে কিছু দূরে	১৮
প্রিয়- ২০২০	১৮
বিশ্বব্যপী করোনা	১৯
করোনা ও ক্ষুধা	২০
সেরে ওঠো তুমি পৃথিবী	২১
বন্ধুতের অমরত্ব	২২
COVID-19 A PANDEMIC	২২

বিষয়	পৃঃ
ঃ গল্প ঃ	
করোনা আবহ	২৩-২৪
COVID-19 মানবতা ও পরিবেশ	২৫-২৬
COVID-19 epidemic : humanity & environment	২৭-৩১
ঃ চিত্রাঙ্কণ ঃ	
চিত্রাঙ্কণ	৩২-৩৭
ঃ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল ঃ	
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল	৩৮
ঃ গল্প ঃ	
আশি কিমির ধাক্কা	৩৯-৪৩

আমার কথা

সোনার বাংলা সুপ্রাচীন ও সুপরিচয় সম্পন্ন নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ আমাদের সবার প্রিয়। আমাদের শহর নবদ্বীপকে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলা হত। সেই গৌরবভূমির বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের এই সুবিশাল নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। যত দিন গড়িয়েছে নবদ্বীপের সাথে সাথে এই কলেজের গৌরব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষানুরাগী সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র হিসেবে আমি গর্বিত। এই বার্ষিক কলেজ পত্রিকার মাধ্যমে সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাই বোনদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন সহ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমতা রেখেই মহাবিদ্যালয় এর অনার্স, পাস কোর্সের আসন সংখ্যা ও সাফল্যের হার বাড়ানো, পাঠাগার, স্মার্ট ক্লাসরুম, গবেষণাগার সহ মহাদ্যিালয়ের উন্নয়ণ এমনকি দূর শিক্ষার মাধ্যমে মহা বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের গতি সঞ্চারসহ সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে এই কলেজে।

কলেজের সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরাই কলেজের মূল ভিত্তি। কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা যদি আমাদের সঙ্গ না দিত তাহলে হয়তো আমাদের উন্নতির গতি কিছুটা ব্যাহত হত। সবশেষে কলেজ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং কলেজ পত্রিকা প্রকাশের জন্য কলেজের সর্বস্তরের কাছ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

গৌরব কংস বণিক
বি.কম. অনার্স (SEM-V)

আমার কথা

শ্রীচৈতন্যদবের পূণ্য জন্মভূমিতে সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত নদীয়া জেলা নবদ্বীপের সুবিখ্যাত মহা বিদ্যালয়ের ছাত্র বলে আমি গর্ব অনুভব করিছি।

সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক উন্নতির বিধান করা, তাদের পাশে থাকার পাশাপাশি কলেজের সর্বব্যাপী উন্নয়নে সহযোগিতা করাকে আমি একান্ত কর্তব্য বলে মনে করছি।

আমাদের কলেজ ফ্রী জিও ওয়াইফাই পরিষেবা পেয়েছি। নতুন রূপে সেজে উঠেছে গ্রন্থাগার, হয়েছে সুন্দর স্মার্ট ক্লাসরুম।

কলেজের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের শুভক্ষণে আমি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞা জানাই এবং সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই ঐকান্তিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালেবাসা, ২০২০ বর্ষের কলেজ পত্রিকা সফল হোক এই কামনা করি।

রাজদীপ মণ্ডল
বি.এ. পাস (**SEM-V**)

আমার কথা

নদীয়া জেলার প্রাচীনতম ঐতিহ্যপূর্ণ কলেজ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামাঙ্কিত। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত এই মহা বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।

আমাদের কলেজে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই গ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে। খেলাধুলোর মত পত্রিকা প্রকাশে অংশগ্রহণও শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ, তাই দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মনের সুপ্ত সৃজনশীল প্রতিভা সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্তরিক উদ্যোগ।

কলেজের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের শুভ ক্ষণে আমি এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই ঐকান্তিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

সৌভিক ঘোষ
বি.এ. পাস (SEM-V)

আমার কথা

"বিদ্যার সাগর তুমি
বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি
সেই জানে মনে।"

বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত আমাদের মহাবিদ্যালয় দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষাদান করে বহু ছাত্রী-ছাত্রীকে সমাজের উচ্চস্তরের নানান কাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, আগের কলেজের থেকে প্রতিষ্ঠানগত ভাবে বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৫ হাজরের কাছাকাছি। দূরদূরান্তের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হবার আগ্রহ বেড়েছে।

কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোপরি আমাদের গর্বের ছাত্র-ছাত্রীরা সামগ্রিকাবে কলেজের প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। তার ফলে সুষ্ঠু ও সুন্দর সুচারুভাবে কলেজের পঠন পাঠন ধারাবাহিকভাবেই এগিয়ে চলে । নবদ্বীপের একমাত্র কলেজে এখন এম.এ ক্লাসে বেশ কয়েকটি বিষয়ে পড়ানো হয়। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র হিসেবে আমি গর্বিত।

স্যারদের জানাই প্রণাম, ছাত্র-ছাত্রী ও বন্ধু দের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। করোনাকালে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এই কামনা করি এবং শিক্ষার আলো সমাজের সর্বসস্তরে ছড়িয়ে পড়ুক এই আশা রাখছি। ২০২০ বর্ষের কজে পত্রিকা সফল হোক এই কামনা করি।

অর্কপ্রভ নন্দী
বি.কম., পাস (**SEM-V**)

আমার কথা

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার প্রাক্কালে, এই কলেজের একজন ছাত্র হিসাবে অতি উৎসাহিত এবং গর্বিত অনুভব করছি। নবদ্বীপ বিদাসাগর কলেজ এর একজন ছাত্র হিসাবে আমি আমার যথাযথ দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করি। কলেজের শিক্ষাগত ও পরিকাঠামোগত উন্নতি সাধনের জন্য কলেজের শিক্ষক- শিক্ষা কর্মীবৃন্দ এবং আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সর্বদা চেষ্টা করে চলেছি। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ নদীয়া জেলার এক সুপরিচিত কলেজ। তার সুনাম বজায় রাখার জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।।

গোপাল চক্রবর্তী
বি.এ. পাস(**SEM-V**)

আমার কথা

শ্রীচৈতন্যদবের পূণ্য জন্মভূমি নবদ্বীপে বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত নদীয়া জেলা তথা নবদ্বীপের সুবিখ্যাত এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী বলে আমি গর্ব অনুভব করি।

সকল স্তরের ছাত্র-ছাত্রীর সামগ্রিক উন্নতির বিকাশ করব ও তাদের পাশে থাকার পাশাপাশি এই মহাবিদ্যালয়ের সর্বব্যাপী উন্নয়নে সহযোগিতা করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বিগত দিনগুলি থেকে আমাদের মহাবিদ্যালয় বর্তমান দিনগুলিতে অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে। আমরা সকলে চেষ্টা করব এই উন্নতির ধারা বজায় রাখতে।

আমাদের মহাবিদ্যালয়ে বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের শুগ ক্ষণে আমি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই ঐকান্তিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালেবাসা, ২০২০ বর্ষের কলেজ পত্রিকা সফল হোক এই কামনা করি।

সুপর্ণা মোহন্ত
বাংলা অনার্স (SEM-V)

আমার কথা

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার প্রাক্কালে, এই কলেজের একজন ছাত্র হিসাবে অতি উৎসাহিত এবং গর্বিত অনুভব করছি। সুদীর্ঘ ৭৬ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে নদীয়া জেলার এক সুপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। নবদ্বীপ বিদাসাগর কলেজ এর একজন ছাত্র হিসাবে আমি আমার যথাযথ দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি ও করছি। কলেজের শিক্ষাগত ও পরিকাঠামোগত উন্নতি সাধনের জন্য কলেজের শিক্ষক- শিক্ষা কর্মীবৃন্দ এবং আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সর্বদা চেষ্টা করে চলেছি। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ নদীয়া জেলার এক সুপরিচিত কলেজ। তার সুনাম বজায় রাখার জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।।

অঙ্কুশ চক্রবর্তী
বি.কম., অনার্স (SEM-III)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

নবদ্বীপ, নদীয়া

কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ

১।	শ্রী বিমান কৃষ্ণ সাহা	-	সভাপতি, পরিচালন সমিতি (পৌর প্রধান, নবদ্বীপ পৌরসভা)
২।	ডঃ স্বপন কুমার রায়	-	অধ্যক্ষ, সম্পাদক পরিচালন সমিতি
৩।	ডঃ হেমন্ত ভট্টাচার্য	-	সদস্য (পঃবঃ সরকার, শিক্ষা দপ্তর প্রেরিত)
৪।	ডঃ প্রসেনজিৎ দেব	-	সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত)
৫।	ডঃ শর্মিষ্টা মাইতি	-	সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত)
৬।	অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রিমা বসু	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
৭।	অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
৮।	অধ্যাপক অখিল সরকার	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
৯।	অধ্যাপক পীযুষ ভদ্র	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
১০।	শ্রী অশোক দে	-	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি
১১।	শ্রী মাণিক চন্দ্র মোদক	-	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী

কলা বিভাগ

বাংলা বিভাগ

১। অধ্যাপিকা কল্যাণী রায়
২। অধ্যাপিকা ডঃ তপতী ঠাকুর
৩। অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রিমা বসু
৪। অধ্যাপিকা অরুণিমা চক্রবর্তী
৫। অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ হাঁসদা

সংস্কৃত বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ সোমা মণ্ডল
২। অধ্যাপক বিপ্লব বাগদী
৩। অধ্যাপক নিতাই পাল
৪। অধ্যাপক ডঃ জয়দেব ভট্টাচার্য (SACT)
৫। অধ্যাপিকা স্বাতী ভট্টাচার্য (SACT)

ইংরাজি বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার বিশ্বাস
২। অধ্যাপক পীযুষ ভদ্র
৩। অধ্যাপক রুপেন মণ্ডল
৪। অধ্যাপক দীপাঞ্জন ঘোষ

ইতিহাস বিভাগ

১। অধ্যাপক নির্মল হাটী
২। অধ্যাপিকা ডঃ সুতপা সাহা (মিত্র)
৩। অধ্যাপক ডঃ অখিল সরকার
৪। অধ্যাপিকা তারামণি তরফদার (SACT)
৫। অধ্যাপিকা শ্রাবন্তি দাস (SACT)

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

১। অতিথি অধ্যাপক সুধাংশু মন্ডল
২। অধ্যাপক আব্দুর লতিফ শেখ (SACT)
৩। অধ্যাপিকা পূজাশ্রী চক্রবর্তী (SACT)

অর্থনীতি বিভাগ

১। অধ্যাপক বাদল কুমার দত্ত
২। অধ্যাপিকা সঙ্গীতা দত্ত
৩। অধ্যাপক ডঃ অনুপ কুমার সাহা

দর্শন বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ বৈশাখী বর্মণ
২। অধ্যাপিকা শম্পা দাস
৩। অধ্যাপিকা দেবমিতা চৌধুরী (SACT)
৪। অধ্যাপক শুভম দাস (SACT)
৫। অধ্যাপক কিশোর পাল (SACT)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১। অধ্যাপক দেবাশিস দাশ
২। অধ্যাপক সমীর মিত্র
৩। অধ্যাপক রিন্টু মাহন্ত
৪। অধ্যাপক সোমনাথ পাল (SACT)
৫। অধ্যাপিকা অনিতা রায় (SACT)
৬। অধ্যাপক সুব্রত দাস (SACT)

ভুগোল বিভাগ

১। অধ্যাপিকা শিল্পী মণ্ডল (SACT)
২। অধ্যাপক ফারুক বিশ্বাস (CWTT)

বিজ্ঞান বিভাগ

গণিত বিভাগ
১। অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার মণ্ডল
২। অধ্যাপক ডঃ দেবীপ্রসাদ আচার্য
৩। অধ্যাপক ডঃ সমীরণ সেনাপতি
৪। অধ্যাপক ডঃ চিন্ময় বিশ্বাস
৫। অধ্যাপক শুভজিৎ সেন (SACT)

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ
১। অধ্যাপক ডঃ প্রভাস মণ্ডল
২। অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দু গণাই
৩। অধ্যাপক রাজকুমার মণ্ডল
৪। অধ্যাপক ডঃ অসীম কুমার বিশ্বাস
৫। অধ্যাপিকা নিদর্শনা গুহ (SACT)
৬। অধ্যাপক সুদীপ্ত মোদক (SACT)

রসায়ন বিভাগ
১। অধ্যাপক ডঃ মৌসুমী রায়চৌধুরী
২। অধ্যাপক পঙ্কজ সরকার
৩। অধ্যাপক ডঃ ভাস্কর চ্যাটার্জী
৪। অধ্যাপিকা ডঃ সোমা শেঠ (দুলে)
৫। অধ্যাপিকা মণিষা দাস (SACT)

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
১। অধ্যাপিকা ডঃ মধুবন দত্ত
২। অধ্যাপক ডঃ নির্মাল্য দাস
৩। অধ্যাপিকা ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাটার্জী সাহা

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ
১। অধ্যাপিকা ডঃ স্বাতী দাশ (সুর)
২। অধ্যাপক ডঃ শুভদীপ চক্রবর্ত্তী
৩। অধ্যাপক ডঃ কৌশিক সেনগুপ্ত (SACT)
৪। অধ্যাপিকা ডঃ দময়ন্তী ভট্টাচার্য (SACT)
৫। অতিথি অধ্যাপক রাজকুমার শর্মা

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ
১। অধ্যাপক ডঃ শান্তনু চৌধুরী (CWTT)
২। অধ্যাপক ডঃ অনির্বাণ বিশ্বাস (SACT)
৩। অধ্যাপিকা শুচিস্মিতা সাহা (SACT)
৪। অধ্যাপক রাজা ব্যানার্জী (SACT)

কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ
১। অধ্যাপিকা নিমিষা রায় (SACT)
২। অধ্যাপক অনির্বাণ ভরসা (CWTT)

শারীরতত্ত্ব বিভাগ
১। অতিথি অধ্যাপক দেবব্রত বিশ্বাস

বাণিজ্য বিভাগ
১। অধ্যাপক ডঃ প্রণব নাগ
২। অধ্যাপক ডঃ স্বপন কুমার রায় (অধ্যক্ষ)
৩। অধ্যাপক ডঃ জয়দীপ দাশগুপ্ত
৪। অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী
৫। অধ্যাপক ডঃ তপন কুমার সামন্ত
৬। অধ্যাপক অমিত কুমার বিশ্বাস (SACT)

গ্রন্থাগার বিভাগ
শ্রী অমলেন্দু দাস — গ্রন্থাগারিক

আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

অফিস কর্মী

১।	শ্রী অশোক দে	-	কোষাধ্যক্ষ
২।	শ্রী বাদল দত্ত	-	হিসাবরক্ষক (অস্থায়ী)
৩।	শ্রী সুরজিৎ নন্দী	-	করণিক (অস্থায়ী)
৪।	শ্রী তরুণ কান্তি ঘোষাল	-	করণিক (অস্থায়ী)
৫।	শ্রী দেবব্রত মোদক	-	করণিক (অস্থায়ী) এন.সি.সি. অফিস কর্মী
৬।	শ্রী অনির্বাণ ঘোষ	-	করণিক (অস্থায়ী)
৭।	শ্রী সিদ্ধার্থ গুঁই	-	করণিক (অস্থায়ী)
৮।	শ্রী মাণিক চন্দ্র মোদক	-	পিওন
৯।	শ্রী জয়দেব দাস	-	পিওন
১০।	শ্রী গণেশ ভট্ট	-	দারোয়ান
১১।	শ্রী আনন্দ হাড়ি	-	পিওন
১২।	শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্ত্তী	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৩।	শ্রী মিঠুন দে	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৪।	শ্রী স্বপন দেবনাথ	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৫।	শ্রী সোমনাথ মল্লিক	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী, ইলেকট্রিশিয়ান (অস্থায়ী)
১৬।	শ্রী জগন্নাথ নাথ	-	মালি (অস্থায়ী)
১৭।	শ্রী নিমাই মিত্র	-	নিরাপত্তা রক্ষী (অস্থায়ী)
১৮।	শ্রী সৌরভ দেবনাথ	-	নিরাপত্তা রক্ষী (অস্থায়ী)

রসায়ন বিভাগ

১।	শ্রীমতি সোমা সাহা	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)
২।	শ্রীমতি মাধুরী সাহু	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)
৩।	শ্রী বিপ্লব বিশ্বাস	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

১।	শ্রী মনোতোষ সরকার	-	বীক্ষণাগার কর্মী
২।	শ্রী সৌমেন কুমার দাস	-	বীক্ষণাগার কর্মী

উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ

১।	শ্রী সুরাজ বণিক	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

পদার্থ বিদ্যা বিভাগ

১।	শ্রী গৌরচন্দ্র ঘোষ	-	বীক্ষণাগার কর্মী

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

১।	শ্রী সাধন বণিক	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

গ্রন্থাগার বিভাগ

১।	শ্রীমতি ঝুমা সাহা	-	গ্রন্থাগার করণিক (অস্থায়ী)
২।	শ্রী নৃসিংহ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	-	গ্রন্থাগার পিওন(অস্থায়ী)
৩।	শ্রী দীপঙ্কর দাস	-	গ্রন্থাগার পিওন(অস্থায়ী)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র–ছাত্রীদের (২০১৯–২০) দাবী

১। নতুন রূপে কলেজ সাজিয়ে তোলা।
২। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর অভাব অভিযোগ খতিয়ে দেখা ও সমস্যার সমাধান করা।
৩। কলেজের সাইকেল গ্যারেজের আয়তন বৃদ্ধি করা।
৪। কলেজ N.C.C. ও N.S.S. কে আরও সক্রিয় করা।
৫। কলেজে যথেষ্ট পরিমাণে অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করা।
৬। কলেজ Book Bank এর ব্যবস্থা করা।
৭। কলেজ প্রাঙ্গনে একটি সুন্দর উদ্যান তৈরী করা।
৮। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অর্ধেক / পুরো কমপেনশেসনের ব্যবস্থা করা।
৯। কলেজ ক্যান্টিনকে পুনরায় চালু করা।
১০। সমস্ত B.Sc. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত গবেষণাগারের (আধুনিক যন্ত্রাদিসহ) ব্যবস্থা করা।
১১। কলেজে পাণীয় জলের ব্যবস্থা আরো উন্নত করা।
১২। কলেজে ব্যবহার যোগ্য বাথরুম এর উন্নতি সাধন করা।
১৩। লেডিস SC/ST Hostel চালু করা
১৪। বয়েজ SC/ST Hostel চালু করা।
১৫। দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিবহন ভাতা চালু করা।
১৬। উপযুক্ত সেমিনার কক্ষ তৈরী করা।
১৭। Economics অনার্স চালু করা।
১৮। শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাকর্মী প্রত্যেকের সার্বিক উন্নতি বিধান করা।

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র–ছাত্রীদের (২০১৯–২০) সাফল্য

১। কলেজের লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২। কলেজ লাইব্রেরীতে Online e-book এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩। Geography তে পঠন পাঠন শুরু করা হয়েছে।
৪। Computer Science এ পঠন পাঠন শুরু করা হয়েছে।
৫। Physical Education বিভাগ চালু করা হয়েছে।
৬। স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরী করা হয়েছে।
৭। অনার্স ও পাশ কোর্সে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮। বিভিন্ন শূন্যপদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।
৯। অত্যাধুনিক কলেজ অফিস তৈরী করা হয়েছে।
১০। লাইব্রেরীকে নতুন করে সাজানো হয়েএছ।
১১। অনেকগুলো ক্লাসরুমকে নতুন করে সাজানো হয়েছে।
১২। কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Multi-Gym-র ব্যবস্থা হয়েছে।

কবিতা

বাঁচবো আবার একসাথে

স্বচ্ছ কাঁচের মতো শুরু হত বর্ণালী ভোর,
কূজনের গুঞ্জনে ঘুম ভাঙত মোর।
নববধূর আদলে স্বর্ণালী গোধূলি নামত,
প্রকৃতির আঁচলে শিশুরা খেলত কত!
হঠাৎ প্রকৃতির বুকে মহানিশা এল ধেয়ে,
অদৃশ্য হন্ত্রী 'করোনা' নাম নিয়ে,
যদি ভুলে আলতো স্পর্শ করি কাউকে
লুকিয়ে চোখের আড়ালেই ভাইরাস ঢোকে।
ফুসফুস ফোলে আর্তনাদ ও শ্বাসকষ্টের চাপে
দেহ, মাথা, মন যেন সব ভয় কাঁপে।
এই বিপন্নতা, বিষাদের আলপনা এঁকেই চলেছ,
সবকিছু যেন দাবানলাকারে পুড়ছে।
স্বৈরিনী শতাব্দী যেন পরাগকাতর কোভিড-১৯ কাল,
চারিদিকে শুধু শত কান্না, দুঃখ, হাহাকারের আকাল।
অগ্নিদগ্ধে দাঁড়িয়ে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব,
শুধুই আছে মুখে মাস্ক আর শারীরিক দূরত্ব।
পৃথিবী জুড়ে চলছে মৃত্যু মিছিল,
উড়তেও পাচ্ছে ভয়, গাঙ আর শঙ্খচিল।
উনিশ বিশ করে চলেছে মহাপ্রলয় যুদ্ধ
বন্ধ দরজা হয়েছে তলোয়ার আর দূরত্ব মূল অস্ত্র।
অভাবের নিঃশব্দ চোখের জল উনুনে ফুটছে,
ভাত হয়তো অনেকের জুটছে না, আবার কারও জুটছে।
প্রকৃতি মেতেছে, প্রতিহিংসার উৎসবে
শ্মশাণ হয়েছে ভর্তি কফিনে মোড়া শবে।
সবুজ ঘিরেছে আবছা চশমাতে
ক্রন্দন করছে পাহাড়, নদী, গাছ ভয়েতে।
বক্ষহারা পাখিরা গাইছে ভয়ের গান,
নদীবক্ষে মাছেদের ভীত প্রাণ।
শিক্ষার্থীদের বেঞ্চ এখন ধুলো মাখা,
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে হয়না দেখা।
পৃথিবী বন্দি অসহায় নামক খাঁচায়,
শুধু আগলে রেখে সব বাঁচতে চায়।
চায় পাখিদের সুরে সুর দিতে,
কচিকাঁচাদের সাথে আবার খেলতে।
প্রকৃতি আবার সেই হাসি হাসবে
জাহ্নবী তীরে আবার গল্প হবে।
প্রকৃতি সুস্থ হবে, হতেই হবে
অনেক কিছু দেখতে হবে
সবুজ পথ বেয়ে হাঁটতে হবে।

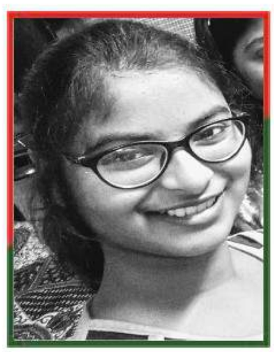

শ্রেয়া সাহা
গণিত অনার্স (SEM-III)

কবিতা

মন মণিয়া

গোটা পৃথিবী বিষে বিষময়,
নীল কণ্ঠ হতে পারেনি কেউ।
আর উপায় নেই, মুখ লুকিয়ে হলেও
লোককে বাইরে বেরোতে হচ্ছে।
অনেকদিন পরে ট্রেন চলছে
কে যেন পরিদর্শনে আসবেন,
স্টেশন পরিষ্কারের ধুম লেগেছে।
তাই বলে ওরা কি দোষ করেছে
ওদের কেন তাড়াচ্ছে
ওরাও কি আবর্জনা ?
একটু আশ্রয়ের আশায় পড়ে রয়েছে
তাও সইছে না।
ওদের মধ্যে বেশির ভাগই অনেক কালের অধিকারী-
কেউ ভিক্ষুক কেউ বা পাগল।
মাঝে মাঝে এমনি তাড়িয়ে দেয়, আবার আসে
লুকিয়ে রাত কাটায়।
এতদিন খোঁজ নেয়নি কেউ -
দু'একটি স্বেচ্ছাসেবী ছাড়া
আজ আবার খোঁজ পড়েছে...

সবাই যখন বিনা প্রতিবাদে চলে যাচ্ছে
তখনও কবি সুকান্তের মতো
এক যুবক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে
যেন পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে।
বেশি দিন হয়নি এখানে এসেছে
একেবারে নতুন, অপরিপক্ক।
মাথার চুলে ঝুল ধরেছে সব কিন্তু চোখ-
চোখের দিকে ভালো করে তাকালে দেখা যায়
এখনো স্বপ্নগুলের চিহ্ন রয়েছে
গোধূলির আলোর মতো, রাঙা কিন্তু নিকট অন্ধকার।
ওরও ভালোবাসার পরিবার ছিল, বন্ধুরা ছিল -
আজও আছে তবুও,
তবুও কি যেন একটা নেই।

কাজ হারিয়ে একেবারে একলা হয়ে গেছিলো
এক অজানা আতঙ্ক জেঁকে বসেছিলো,
সঙ্গ দেয়নি কেউ।
ভালোবাসাদের ভালো রাখতে পারেনি,
প্রমিকা ছেড়ে চলে গেছে....
বুকের মধ্যে কিসের যেন আগ্নেয়গিরি
জমেই চলেছিল
. বেশিদিন চেপে রাখতে পারেনি।
তারপর এখানে আশ্রয়
আজ সেখানেও কালবৈশাখী।

তনয় জয়ধর
বাংলা অনার্স (**SEM-V**)

কবিতা

নতুন পৃথিবীর জন্মের অপেক্ষায়

পৃথিবী যখন হিংসা দাঙ্গায় দ্বন্দ্বে উন্মুক্ত উল্লাস,
ধরিত্রীর সন্তানেরা নিজেদের স্বার্থে অটল অবিচল,
যেখানে মায়েদের কান্না দুঃখ নিথর পাথর হয়ে গেছে,
আর যেখানে নারীদের সম্মান হীনতা
হয়ে উঠেছে তাদের খেলা,
ধর্ম যখন অধর্মের পথকে অনুসরণ করে অগ্রগতি হচ্ছে,
ছন্দহারা প্রকৃতি যখন দূষণের চাদরে মোড়ানো
মানুষ তখনও পর্যন্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে আছে।
চারিদিকে যখন অনাহারে ক্ষুধার্ত,
তৃষ্ণার্ত মানুষের কণ্ঠের হাহাকার
আমায় যেন কাঁদিয়ে দিল।
এমন সময় দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল এক অজানা মহামারী,
গ্রামের পর গ্রাম শহরের পর শহর যেন জনশূন্য হয়ে গেল।
ঠিক তখনই, হঠাৎ যেন এক বিস্ফোরণ...
পৃথিবী যন স্তম্ভিত হয়ে গেল।
তারপর যেন এক নতুন সূর্যোদয়ের আসার অপেক্ষায়,
অপেক্ষায় এক নতুন মানব জীবনের,
অপেক্ষায় এক নতুন পৃথিবীর জন্মের।

অরিন্দম সাহা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স (SEM-III)

করোনা

ওরে আজ তোরা যাসনে রে
তোরা যাসনে ঘরের বাইরে,
করোনা ভাইরাস গ্রাস করেছে
গোটা বিশ্ব কাঁপছে তাইরে।
চীন তাকে দিয়েছে জন্ম,
দেয়নি তাকেও রেহাই ভাই,
ইতালি করেছিল অবজ্ঞা তাই
মৃত্যু মিছিল যাই।
জার্মানী থেকে আমেরিকা
কাঁপছে থর থর
ঘর বন্দী রইলে বাঁচা
নইলে তুমি মরো।
আমরা সব ভারতবাসী
বুঝেও অবুঝ খুব
মারণ রোগ করোনা জেনেও
অবহেলাতেই ডুব।
এই বেলা তোরা ঘরে বসে থাক
সব কাজ পরে থাকরে
ওরে আজ তোরা যাসনে রে
তোরা যাসনে ঘরের বাইরে।

চান্দ্রেয়ী চৌধুরী
বাংলা অনার্স (SEM-V)

কবিতা

লকডাউন

আমার শহর এখন নির্জন
ভয়ে কাঁপছে সকল জনগণ,
নেই কোনো কোলাজ
আর নেই কোনো আওয়াজ।

আমার শহর আজ বেশ শুনশান
সবার চোখে-মুখে এখন চিন্তার ছাপ।
এই পথ ধরে ছিল লোকের আনাগোনা
এখন আর তাদের কোনো হদিশ মেলেনা।
থৈ থৈ করতো বাজার হাট,
ভিড়ে ঠাসা ছিল পুকুর-ঘাট
সন্ধ্যে হলেই পাড়ার মোড়ে
চা কিংবা ফুচকার আড্ডা—
আজকে যেন নেই প্রাণ
ঘুমিয়ে আছে ব্যস্ত রেললাইন আর রাস্তা।

আমার শহর এখন বেশ একাকিত্বে পূর্ণ
এই চিত্রটি মনে হয় একেবারে ভিন্ন।
স্কুল-কলেজ-অফস-আদালতে
এখন ঝুলছে তালা,
মন্দির-মসজিদ সবই বন্ধ
গরীবের পেটে ধরেছে ক্ষুধার জ্বালা।

প্রকৃতির কী পরিহাস!
কোথাও নেই কোনো শব্দ
চার দেওয়ালে মানুষ জব্দ
করোনার ভয়ে সব স্তব্ধ।
একদিন জয়ের পতাকা ওড়াবো আমরা
আর একত্রে বলব...
'আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি।।'

দীপিকা দেবনাথ
বাংলা অনার্স (SEM-III)

কোভিড-১৯ মহামারি

করোনাকে হারাতে হবে, ভারতকে ভাইরাস মুক্ত করতে হবে।।
নিয়মিত হাত ধুয়ে যেতে হবে,
সবাইকেও এই একই জিনিস শেখাতে হবে।
নিজের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে হবে,
আত্মীয়-স্বজন সহ প্রিয়জনদেরকে দূর থেকেই
প্রণাম করতে হবে।
না হেরেছি আমরা কোনদিনও কোনো ঝড়ের থেকে,
না হারবো এখন আমরা এই করোনা ভাইরাসের থেকে।
স্বচ্ছতাকে আপন করতে হবে,
ভাইরাসের থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত করতে হবে।
এবার তো এই কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে জিততেই হবে,
এই মহামারীকে হারাতে হবে।

চন্দ্রিমা দে
বাংলা অনার্স (SEM-III)

কবিতা

পরিস্থিতি

কেনো তুমি এলে পৃথিবীর বুকে
কাঁদিয়েছো সারা দেশ দিন রাত মিলে।
কাঁদিয়েছ ধনী গরিব, কাঁদিয়েছ প্রকৃতি
তাই তো তোমারই সুরে আজ চরণে লুটেছি।
তোমারই কর্মের ফল ভুগছে সারা দেশ,
সমাজ হয়েছে আজ আবদ্ধ পরিবেশ।
লকডাউন আর মানুষ হাজার,
মানছেনা তোমার এই আবদ্ধ কারাগার।
ছিনিয়েছ অন্ন, ছিনিয়েছ অর্থ,
তোমার কর্মে আজ সব ডাক্তার ভক্ত।
নেই তোমার ঔষধ নেই তোমার টিকা
চিকিৎসাধীন মানুষ শুধু চাই তোমার দীক্ষা।
সুখ শান্তি ছিনিয়োছ গরীবের মুখে,
দিয়েছো কর্মে আজ অক্লান্ত ফিকে।
বিনাশ করেছো তুমি হাজারও মানুষ
তোমারই স্মরণে আজ সর্ব সাধারণ মানুষ।
থাকবে কতো দিন আর থাকবে কতো মাস
বিশ্বজয়ী করোনা করছে তোমায় গ্রাস।

মহঃ ওমর আলি মণ্ডল
ভুগোল অনার্স (SEM-V)

সৃষ্টির দৃষ্টি

মানুষ কি জানে
তাদের কেন এমন রূপে সৃষ্টি?
বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী
কারা হতে পারে?
মানুষ এমন উৎসাহিত হয়ে গেছে নতুনত্বতে
যে মনুষ্যত্ববোধ ক্ষমতা লিপ্ত পথে।
প্রকৃতি আর কত সহ্য করবে?
এক দিন তো উত্তেজিত হবেই।
বায়ুমণ্ডল ও তার চলার গতি
পরিবর্তিত করতে বাধ্য,
মানুষ ভাবে যে প্রকৃতির
নতুনত্বতে তাদের অভিশপ্ত সময়।
প্রকৃতির সে নতুনত্ব সৃষ্টি
নাকি মানুষের মনুষ্যত্বের দৃষ্টি?
আজ কি মনুষ্যত্ব প্রকৃতির নতুনত্ব?
কে নামকরণ করেছে ''নোবেল করোনা''।
''নোবেল করোনা'' প্রকৃতির নতুনত্ব?
নাকি মানুষের মনুষ্যত্ব লিপ্তগামী প্রায়?

সুব্রত মণ্ডল
বি.এসসি. পাশ (SEM-III)

কবিতা

শহর থেকে কিছু দূরে

কাঁপুনে শীতের বাতাস
বকুল গাছের সর্বোচ্চ ডালে বসা পেঁচাকে
স্পর্শ করছে,
হিম স্নান করাচ্ছে মৃত ঘাসগুলোকে,
বনের প্রান্তে শরীর উষ্ণ করে রাখা
বন বেড়াটি হঠাৎ এক অজানা গাড়ির আওয়াজ
শুনতে পেল।
আবছা কুয়াশাকে ভেদ করছে গাড়ির হেডলাইট।
বনের এক প্রান্তে বসে থাকা
ক্ষুদার্থ শিয়াল কুকুরের দল টের পেল
গাড়ির চাকা থামার আওয়াজ।
ভাঙলো শেয়াল কুকুর বন বিড়ালের অবসর।
গাড়ি থেকে আসা মৃতদেহের গন্ধ
আঁকড়ে ধরেছে তাদের।
অজ্ঞাত মানুষের দল, কোদালের শব্দ
গর্ত করার আওয়াজ কানে প্রবেশ করছে তাদের।
কফিনবন্দী মানুষটির
নেই হিংসা, পাপ, মায়া, বন্ধন, যন্ত্রণা
শারীরিক কষ্ট।
চিরসুখে আছে সে,
এই চিরসুখ কে করি আমরা ভয়।
পার্থিব সুখ এর অন্তিম উদ্ঘাটন
করছি শেষকৃত্যের স্থান দর্শন দিয়ে।
কিসের অতিরিকক্ত ইন্দ্রিয় সুখ
কিসের আক্লান্ত বাসনা?

আকাশ রায়
বাংলা অনার্স (**SEM-III**)

প্রিয়- ২০২০

২০২০কে বিশে-বিষ বলাটা কত সদর্থক
আমরা তা ২২শে মার্চের পর বুঝলাম।
কিছু কারণ জানান দিতেই ক্রমশঃ প্রকাশ্যঃ।
বিশ্বচরাচর স্তব্ধপ্রায়-
কয়েক মাইক্রণ ভাইরাসের তাড়ণায়।
প্যান্ডেমিক, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন,
বাঙালির রোজনামচায় এল গোটা কয়েক শব্দ নতুন।
টিভির পর্দায় মৃত্যু মিছিলের পরিসংখ্যান,
অজানা ভয়ে সন্ত্রস্ত,
প্রতি মুহূর্ত যেন আলোকবর্ষ ন্যায়।
দিন কাটে **'Stay home, stay safe'** বার্তায়;
যানজট, কোলাহল, দূষণ,
সেসব থেকে ছুটি পেল গ্রাম-শহর-প্রান্তর;
মুঠোফোনেই করোনাকালীন স্কুল কলেজ।
'তবে আরও কিছু ছিল বাকি',
অজান্তেই পরিযায়ী কিছু প্রান্তিক মানুষেরা,
জানেনা ভাইরাসের জটিল সব তত্ত্ব-
ফিরতে নিজের ঠিকানায়,
হাঁটছিল অক্লান্ত
আরও একবার মর্মান্তিক ইতিহাসের হল পুনরাবৃত্তি,
চিরঘুমের দেশে দিল কজন পাড়ি?
হিসেব হয়নি তার রাখা।
স্বজন হারানোর কান্নায় ভিজতে ভিজতেই,
আম্ফান পড়ল আছড়ে,
বিধি যেন উসুল করছিল, সকল ক্ষতিয়ানের।
মাস্ক-স্যানিটাইজারে বছর
কাটলো প্রায় গৃহবন্দি দশাতেই।
তবুও অনেক খারাপের মাঝেই,
২০২০ জীবন শিখন হয়েই থাকুক স্মৃতি তে-
২১-এর দেশে উদিত হোক স্বপ্ন-আশার নবারুণের।

বৈদান্তী চৌধুরী
প্রাণীবিদ্যা, অনার্স (**SEM-III**)

কবিতা

বিশ্বব্যাপী করোনা

বিশ্বজুড়ে শুরু হল মহামারী,
তারই নাম নভেল করোনা জানতে পারি।
দেশজুড়ে হয় একদিনের কার্ফু জারি,
দিনটা ছিল রবিবার,
খোলা ছিল না কোন দোকান, বাজার।
তারপরই ঘোষণা হয় লকডাউন,
শুরু হল নজরদারি হল কঠোরভাবে পালন।
চারিদিকে জাঁকিয়ে বসে মারণ ভাইরাস,
তাই চলছিল না বিমান, ট্রেন, বাস।
ইতিমধ্যেই আগমণ ঘূর্ণিঝড় আম্ফান,
বহু মানুষ হারাল তাদের বাসস্থান।
তার ধ্বংসাত্মক রূপ করল জনজীবনে আঘাত,
এমনকি তাবড় তাবড় গাছও হল কুপোকাৎ।
এরপর ভাইরাস ক্রমশ তার প্রকোপ বাড়ায়,
মর্ত্য থেকে সে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাড়ায়।
কোভিডের কারণেই পরিবর্তন এল
শিক্ষার অঙ্গনে,
বন্ধ হল স্কুল, কলেজ
শুরু হল পড়াশোনা অনলাইনে।
পড়ার টেবিলে কম্পিউটার, ল্যাপটপ
বা ফোনের মাধ্যমে,
আমাদের শিক্ষাগ্রহণ চলে পর্যায়ক্রমে।
তবে এবার হয়তো ভগবান আমাদের ওপর
হয়েছেন রুষ্ট,
তাইতো আমেরিকা, ব্রাজিল, ভারত, ইতালি -
সমস্ত দেশে মৃত্যু আজও অব্যাহত।
করোনার থাবা কাড়ছে কত মানুষের জীবন,
কারো বাবা, কারো স্ত্রী, কারো দাদার আসন।
হাসপাতালে যে ডাক্তার, নার্স প্রতিনিয়ত করছেন
রোগীদের সুস্থ,
তারাই আজ সকলের ভগবান রূপে ন্যাস্ত।
আর আইনরক্ষক পুলিশ তারাও যে কিছু কম যান না,
রাতদিন মানুষের সেবা করতে পিছপা হন না।
প্রতি ক্ষণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,
পৃথিবী আবার পুরোনো ছন্দে ফিরুক খুব তাড়াতাড়ি।

অনিষ্কা মোহান্ত
বাংলা অনার্স (**SEM-V**)

করোনা ও ক্ষুধা

আকাশ বাতাস হল ধুলো-কার্বন-হীন
শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হয়েছে গৃহে অন্তরিন।
পাখিদের আধিপত্যে গেল নীল আকাশ
অতিক্ষুদ্র এক ভাইরাসের অলক্ষ্য সন্ত্রাস।

ঝুলল তালা কল-কারখানার গেটে
পড়ল লাথি লাখো শ্রমিকের পেটে
ক্ষুধার্থ শ্রমিক হাঁটে দীর্ঘপথ গৃহকোণের দিকে
মরল কত পথে-প্রবাসে কেউ রাখে না লিখে।

প্রেমিক -প্রেমিকার হয় নাই কতদিন সাক্ষাৎ
মোবাইল-ঘোলে মিটিয়েছে দুধের স্বাদ।
জীবন টিকে থাকে মিটিয়ে জৈবিক প্রয়োজন
বিশ্বজুড়ে ক্ষুদ্র এক ভাইরাসের সংক্রমণ।

পশু পাখি সবাই নিরাপদ - কেউ নয় লক্ষ্য
মানবদেহই আদর্শ হল ভাইরাসের ভক্ষ্য।
হার মানে ক্ষেপণাস্ত্র কিংবা বিস্ফোরক
যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্রতায় চলল খোঁজা প্রতিষেধক
ক্ষুধাই যে বড় মারক যুগে যুগে জানি
নতুন ভাইরাসও পারে না ঘটাতে অত হানি।
করোনার প্রতিষেধক নিয়ে যত মাথাব্যথা
ক্ষুধার নিবারণে কখনও শুনিনি কোনো কথা।

ধান্দাবাজ ধনকুবের লুটল মজা ঘোলা জলে
মুখোশ প'রে ছদ্মবেশে আত্মরক্ষার ছলে।
প্রতিষেধক বের হয়েছে, সত্যি হয়েছে স্বপ্ন
ওরা ওৎ পেতে আছে ওটাকে করবে পণ্য।

জীবন আছে বলেই মৃত্যুর আনাগোনা
জীবনকে ভালবাসি, সহজে মৃত্যু মানব না।
ভাইরাস ও ক্ষুধা দুটোর সাথেই যুঝতে হবে
জীবনের স্বাদ অমৃতসম এটা এখন বুঝছে সবে।

সুপর্ণা চক্রবর্ত্তী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স (SEM-V)

কবিতা

সেরে ওঠো তুমি পৃথিবী

সেরে ওঠো তুমি পৃথিবী
এখন এতো বিষণ্ণতাভরা পরিবেশ তোমার?
কখনো তো তোমায় দেখিনি,
এমনভাবে বিষণ্ণ হয়ে থাকতে।
কেনো হলো বলতে পারো,
তোমার সাথে এমন?
চারিদিকের এই গুমোট ভাবের রাজত্বে।
পৃথিবী; তোমার শরীর খারাপকে বলে নাকি
মহামারী? খুব কষ্ট হয় বলো?
তোমার সমস্ত অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, প্রকৃতি,
মানব সমাজ; আজ এই জরাব্যাধিগ্রস্ত।
দেখেছো তোমার যদি শরীর খারাপ হয়,
তবে সবাই কেমন অসহায়, নিরূপায়, বিদ্ধস্ত!
তাই তোমায় বলছি;
সেরে ওঠো তুমি পৃথিবী।
বিত্তশালী ধনী মানুষ, থাকছে বড্ড সুখে
কিন্তু, দেখছো তুমি ভাতের আশায় দিন ফুরানো
মানুষ মরছে অবশেষে।
বিজ্ঞনীরা তোমার মহামারীর এক নাম দিয়েছে,
করোনা বলা হয়েছে তাকে,
মারা যাচ্ছে লোকে প্রতিনিয়ত,
বলো পৃথিবী, তাই সংযত হওয়ায় সাজে।
প্রকৃতি তোমার লীলা অপার,
বোঝাও নিয়ম ধরে;
পশুরা আজ প্রকৃতির বিশেষ অংশ
বুঝিয়েছে ভালোবেসে।
হে প্রকৃতি, মানুষ হয়েছে আজ ঘরে ঘরে বন্দি
তোমার অসুখ তুমি সারাও,
আমরা হয়েছি নিঃসঙ্গী।

তুমি জেগে ওঠো আবার,
নিষ্প্রাণ হৃদয় চঞ্চল হয়ে মুখরিত হোক;
সবাই আমরা এই কামনাই করি,
চলো সবাই বলি তবে,
সেরে ওঠো তুমি পৃথিবী।
সুস্থ হওয়ার আশায় মানুষ,
মারা যাচ্ছে লাখে লাখে
তবু তুমি বলো পৃথিবী,
তোমার করুণতা দেখবো কোন চোখে।
ডাক্তার আজ নিরূপায়,
তুমি বলবে কি করে তোমায় সারায়;
ছোট শিশু হারিয়ে হচ্ছে মাতা কোলহারা,
শেষ সম্বল পরিজন হারিয়ে হচ্ছে দিশেহারা,
সারবে কবে পৃথিবী তুমি,
এই আশাতেই ঘর বদি
প্রার্থনা আমার রইলো শেষে
সেরে ওঠো তুমি পৃথিবী।

জয়িতা ব্যানার্জী
দর্শন অনার্স (SEM-III)

কবিতা

বন্ধুত্বের অমরত্ব

যদি আর দেখা না হয় মহামারী শেষে!
যদি আমরা সবাইকে না পাই পুরোনো সেই বেশে।
তবুও বন্ধু ভালোবাসা অটুট থাকবে।
বন্ধুত্বের মহামারী হয় না।
কারণ বন্ধুত্ব তো মনের বেদিতে সাজানো অর্ঘ্য।
নতুন কোনো জন্মে, নতুন কোনো দেশের
নতুনকোনো গ্রামে—
যেন তোদেরকেই পাশে পাই জন্মান্তরে।
আবারও বিকেলে একসাথে ঘুড়ি ওড়াবো।
খেলবো সবাই ক্রিকেট চড়া রোদে।।
মা যতক্ষণ এসে পিঠে দু-ঘা না দিচ্ছে, ততক্ষণ
যাবো না তোদের ছেড়ে।
পুকুরে নামলে চোখ লাল করেই বাড়ি ফিরবো।
আবার নাহয় একবার সবাই মিলে বাগানের
আম চুরি করবো।
কোনো এক বিকেলে আবার সবাই সাইকেল
নিয়ে বেড়াবো।
পাড়ি দেবো দীপান্তরে।
খোলা মাঠে শুয়ে আকাশ দেখবো,
নদীর পাড় ধরে হেঁটে বেড়াবো।
বিপদে সবার আগে দৌড়ে যাবো।
ভালো, খারাপ সবসময়ে পাশে থাকার নীরব
প্রতিশ্রুতি রাখবো।
মহামারীর কবল থেকে আমরাই রক্ষা করবো
বন্ধুত্বকে আত্মীকতার বন্ধনে।
বন্ধুত্বের কোনা জাত হয়না, হয়না, বর্ণ, গন্ধ।
এ শুধুই হৃদয়ের উপলবিব্ধ
পরের জন্মে স্বর্গ চাই না আমার,
এই প্রকৃতিতেই জীবন শুরু করবো আবার
তোদের হাতে হাত রেখে।

রণিত কুমার দাস
ইংলিশ অনার্স (SEM-III)

COVID-19 A PANDEMIC

Don't go out, don't go out,
A horrible monster there;
With infectious disease,
People are house prisoners;
Using mask and sanitizer,
Fear consumes the whole world;
Busy and bustle roads are empty,
Humanity seems to be isolated;

Sigh of thousand jobless can be heard.
But the nature awake again,
Chirping of birds without honk of car;
Fresh air without pollution,
Clean water without dirt;
Nature is healing in it's own way.

অনিকা চক্রবর্তী
ইংলিশ অনার্স (SEM-III)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ - (২০১৯-২০)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষক সংসদ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন - ২০১৯

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০২০

গল্প

করোনা আবহ

জীবন চলছিল ভালোই। সবাই তার নিজের মতো করে ঠিক চালিয়ে নিচ্ছিল। সময়ও চলছিল। হঠাৎ যেন সবকিছু থমকে গেল। সময় যেন তার গতি হারিয়ে ফেলল। ২০২০ সালের ২১শে মার্চ থেকে ভারতবাসীদের ঠিক এইরকম অবস্থারই সম্মুখীন হতে হল। বলা ভালো যে, শুধু ভারত নয় সারা বিশ্বের মানবজাতিই এই পরিস্থিতির সাক্ষী। হঠাৎ করে সারাবিশ্ব ছেয়ে গেল এক মহামারক রোগে। চেনা পৃথিবী বদলে যেতে লাগলো। মেলানো হিসেব গন্ডগোল হয়ে গেল।

বিশ্বের মানুষ দেখেছিল ১৯০২ সালে মহামারক রোগ প্লেগ। সেবারেও কাতারে কাতারে মানুষ মারা গিয়েছিল। আবার ইতিহাস সাক্ষী থাকলো ২০২০ সালের এক ভয়ঙ্কর মহামারীর, যার নাম COVID- 19(করোনা)। এই নামটা মানুষের মনে আতঙ্ক হয়ে কাজ করতে লাগলো। ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাই কর্মী, পুলিশ প্রত্যেকে মানুষের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করল। পৃথিবীর সব দেশের ডাক্তাররা টীকা তৈরি করা নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার থেকে প্রচারকার্য শুরু হল। এই রোগের অনেক বিধিনিষেধ, নিয়মাবলী বেরল। মুখে মাস্ক পড়া, কিছু ক্ষণ পর পর হাতে সাবান বা স্যানিটাইজার ব্যবহার করা। মুখে, নাকে হাত না দেওণা, জ্বর-সর্দি-কাশি হলে অন্য মানুষের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা - এইসব ছিল প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা। এই রোগের লক্ষণ হল জ্বর, সর্দি, কাশি, মাথা যন্ত্রণা, কোনো জিনিসের গন্ধ না পাওয়া ইত্যাদি। কারোর কারোর আবার কোন লক্ষণই চোখে পড়ে না। এই রোগের লক্ষণ শরীরে ফুটে উঠতে বা দেখা দিতে ১৪ দিন সময় লাগে। তাই করোনা হওয়ার সমম্ভবনা আছে যাদের বা করোনা আক্রান্ত রোগীদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদেরও ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। প্রধানত এই রোগটি মানুষের থুথু থেকে ছড়ায়। কেউ বাইরে থেকে এলে তাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে সংক্রমণ বাড়তে লাগলো। ২২শে মার্চ রবিবার কেন্দ্র সরকার জনতা-কার্ফু জারি করে দিলেন আর ২৩শে মার্চ সোমবার থেকে শুরু হল লকডাউন।

মানুষের আঙঙ্ক যেমন বাড়ছে তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর্থিক দিক, দেখা দিচ্ছে আর্থিক সংকট। টানা তিন মাস মানুষ বাড়িতে বসে কাটিয়ে ধীরে ধীরে কর্মহীন হয়ে পড়ে। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিদের কাজ চলে যায়। মানুষ আবার বেকার হয়ে যায়। ৭৬ এর মন্বন্তরের মতো দিন বিশ্ববাসীকে আবার দেখতে হবে কিনা তাই ভাবছে মানুষ। শুধু মহামারীতে নয় কত মানুষ না খেতে পেয়ে জীবন ত্যাগ করেছে। কিংবা বাড়ির কর্তাকে তার পরিবারের জন্য দু'মুঠো খাবার জোগাড় করতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হয়েছে। সেই সময় খবরের কাগজেই দেখেছি কিছু পরিয়ায়ী শ্রমিক পায়ে হেঁটে রেললাইনকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরছিল। একসময় পরিশ্রান্ত শ্রমিকরা ক্লান্ত হয়ে রেললাইনে বিশ্রাম নিচ্ছিল, আর তখনই একটা মালগাড়ি এসে ১৬ জন পরিযায়ী শ্রমিককে পিষে দিয়ে চলে যায়। এরকম হাজারও ঘটনা খবরের কাগজে প্রায়শই দেখা যায়। দরিদ্র মানুষের জীবন সমাপ্তি এরকম করুণভাবেই ঘটে। হ্যাঁ, এরকমটা তো হয়েই আসছে যুগ যুগ ধরে। ইতিহাসের পাতাও তার সাক্ষী। আজও ইতিহাস দরিদ্র মানুষের রক্ত দিয়েই লেখা হয়।

মানুষ আশঙ্কা করছে মহামারীতে নয় বেকারত্বের ফলেই হয়তা মানুষের প্রাণ হারাবে। যদি সরকার লকডাউন ঘোষণা করার আগে ভারতবাসীদের সচেতন করে দিতেন তাদের একটু সময় দিতেন তাহলে হয়তো এরকম মর্মান্তিক পরিস্থিতিটাই আসতো না।

সারা পৃথিবী কখনও এরকম দৃশ্য দেখেনি। তিন মাসেরও বেশি দিন ধরে রেল চলাচল বন্ধ, কাজ-কর্ম, সিনেমা হল, শপিং মল, জিম, রেস্তোরা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত সমস্ত কিছু বন্ধ রয়েছে। আর এদিকে COVID- 19(করোনা) এর প্রকোপে হাজার হাজার মানষ সংক্রমিত হয়েছে। জ্বর-সর্দি-কাশি হলে পৌরসভা থেকে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছে। তারা এসে রোগীকে নিয়ে যাচ্ছে করোনা রোগের জন্য তৈরি বিশেষ হাসপাতাল বেলেঘাটা আই.ডি হাসপাতালে, আর সেখানে গিয়ে পরীক্ষা হওয়া মাত্রই রিপোর্ট পজিটিভ। মানুষ শুধু এই রোগকে নয় গ্রামবাসী, পাড়ার লোককেও ভয় পেতে শুরু করে। যদি কারোর পজিটিভ আসে তাহলে পাড়ার লোক, গ্রামবাসীরা তাদের সাহায্য করা তো দূরে থাক, তাদের পাড়া থেকে বের পর্যন্ত করে দেয়। তাই মানুষকে 'পজিটিভ' শব্দটার ভয় ধীরে ধীরে গ্রাস করতে থাকে। এই কারণে কিছু অমানবিক মানুষদের জন্য সাধারণ মানুষ রোগ পরীক্ষা করাতে ভয় পায়। হয়তো রিপোর্ট পজিটিভ হলে তার এবং তার পরিবারের অবস্থা বাকিদের মতোই হবে। সেদিনই খবরে দেখলাম একজন ভদ্রলোক রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তার স্ত্রী সবার কাছে সাহায্য চাইছেন, কিন্তু একজন ব্যক্তিও তাকে বাঁচাতে আসলেন না। কারণ যদি লোকটির করোনা পজিটিভ হয়?- তার ভয়ে। পথযাত্রীটি যন্ত্রণায় ছটফট করে একসময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খবরের কাগজে মানুষের আচার-ব্যবহারে এরকম অমানবিকতার পরিচয় আমরা হামেশাই পেয়ে থাকি। আবার দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন অনেকেই।

বর্তমানে পরিস্থিতি আগের তুলনায় স্বাভাবিক হয়েছে। বলা চলে, স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে মাত্র। ট্রেন আবার চালু হচ্ছে, শপিংমল, সিনেমাহল, জিম, রেস্তোরাঁ সব খুলে গেছে। এছাড়া আগের তুলনায় মানুষের সুস্থতার হারও অনেক বেশি। কিন্তু বেকারত্বের পরিমাণ কমেনি। মানুষ যদি মানুষের পাশে থাকে, একে অন্যের প্রতি মানবিকতা দেখায় তাহলে আমরা এই যুদ্ধ নিশ্চয়ই জিততে পারব। খারাপ পরিস্থিতি সারা জীবন থাকে না কিন্তু মানুষের কাজ থেকে যায়। আশা করি, পৃথিবী আবার সবুজ হবে, আবার পৃথিবী আমাদের হবে।

—————————————-

সুকন্যা পোদ্দার
বাংলা অনার্স (**SEM-III**)

COVID- 19 মানবতা ও পরিবেশ

সারা বিশ্ব আজ স্তব্ধ। মানুষের জীবনের ছন্দপতন ঘটেছে। মনে হয় যেন পৃথিবীর সময় থমকে গেছে কোনো এক অদৃশ্য শক্তির কাছে। কেউ যেন সমস্ত ঘড়ির কাঁটা বন্ধ করে দিয়েছে। মানব জীবন ভয়ে, আতঙ্কে জর্জরিত। COVID- 19 এর জন্য Lockdown ঘোষণা হয়েছে। সমস্ত মানুষ গৃহবন্দী। পৃথিবী জুড়ে শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু। রোজগারের পথও বন্ধ। এক মহাসংকটের মুখে পড়ে সমগ্র বিশ্ববাসী। COVID- 19-এর প্রকাশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবিকা রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এক চরম দুর্যোগের মধ্যে পড়ে দিশাহারা হয়ে যায় মানব জীবন। হয়নি মহামারী যে মানুষের সংস্পর্শ ছড়িয়ে যায় মানব শরীরে। এর ফলে মানব জীবন ভয়ে, আতঙ্কে জর্জরিত- এই বোধহয় জীবন ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়ে গেল, থমকে গেল প্রাণবায়ু। এই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে কিছু ছবি ফুটে ওঠে। কোথাও দেখা যায় মানবিকতা আবার কোথাও অমানবিকতা। আমাদের বেশির ভাগ মানুষ চাকরিজীবি নয়, তার প্রমাণ অসংখ্য পরিযায়ী শ্রমিক। তাই রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার , রাজ্যবাসী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় বিনামূল্যে চাল, ডাল, আটা রেশনে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এছাড়া কিছু স্বহৃদয় সংস্থা খাবার বিতরণের মাধ্যমে মানুষের এই চরম দুর্দিনে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। মানবতার চরম দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় ডাক্তার, চিকিৎসাকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম দেশবাসীর সেবায় নিয়োজিত। COVID- 19 আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। মানুষ কখনই পরিবেশের উর্দ্ধে নয়, সে কোন রকম আবর্জনা পরিবেশে ফেললে প্রকৃতির নিয়মে তা পঞ্চভূতে লীন হয়। পরিবেশ আমাদের বেঁচে থাকার মূলত অক্সিজেন দেয় আর সেই পরিবেশের বুকে আমরা ক্রমাগত ছুরি চালাই। এতদিন ধরে চলে আসা পরিবেশের উপর অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিশোধ নিচ্ছে COVID- 19 এর মধ্যে দিয়ে। কলকারখানা, যানবাহন সমস্ত কিছু বন্ধ। তাই প্রকৃতি তাঁর শুষ্ক, রুগ্ন ক্ষত-বি ক্ষত রক্তাত্ব শরীরটা কিছুটা হলেও নিজেই (পরিবেশ) সুস্থ করে নিচ্ছে। আমাদের সাধারণ চর্মচক্ষুতে পরিবেশের জীর্ণ রক্ত ঝরা শরীরটা চোখেই পড়ে না। COVID- 19 এর জন্য পরিবেশ অনেকটা দূষণ মুক্ত। পরিবেশ কিছুদিনের বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করে নিল। কিছুটা হলে ক্ষত-বিক্ষত শরীরটা সুস্থ করে নিয়েছে। COVID- 19 এর জন্য পরিবেশ অনেকটা দূষণ মুক্ত হয়নি রোগমুক্তও হয়েছে। COVID- 19 আমাদের অনেকটা শিক্ষা দিয়েছে মানুষ ও পরিবেশ একে অপরের পরিপূরক কেউ উর্দ্ধে নয়। যে কোন কিছুর ভালো খারাপ দুটোই থাকে COVID- 19 এরও তাই। করবো মানুষের ভেদা-ভেদ ভুলে এক সঙ্গে মানুষ ও পরিবেশ পাশাপাশি থাকবে একে অপরের বন্ধু হয়ে। অনেক ডাক্তার ও নার্স তাঁদের ঘরবাড়ি, কাছের মানুষদের, পরিবার ছেড়ে আমাদের (মানুষদের) চিকিৎসায় আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। অনেক ডাক্তার ও নার্সের মৃত্যু হয় COVID- 19 -এ তবু পিছপা হয়নি কেউ। অবিরত সেবা প্রদান করছে এই কারণে তাঁদের প্রতি আমাদের সম্মান আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। মানবতার আরো কিছু দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই ২৪ ঘন্টা ঘুমহীন চোখে পুলিশদের যাতে কেউ Lockdown চলাকালীন অকারণে বাড়ি থেকে না বার হয়। তাছাড়াও কোন বাড়িতে কেউ আক্রান্ত হলে তাঁদের বাড়ি খাবার, ঔষধ,জল পৌঁছে দেয় মানবিক গুন সমন্বয় বিভিন্ন মানুষ ও ক্লাব গুলি। মানবতার পাশাপাশি অমানবিকতা দেখা যায়। কোন মানুষ আক্রান্ত হলে সেই পরিবারকে একঘরে করে দেওয়া, অসংখ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে না আনিয়ে

Lockdownঘোষণা করা, যার ফলে প্রচুর শ্রমিকদের বাড়ি আসার পথে রেল লাইনে প্রাণ দিতে হয়। সর্বোপরি মানবতার দৃষ্টান্ত বেশি চোখে পড়ে। এরকম অবস্থায় সাহায্যকারী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। এর জন্য আমাদের পরিবেশ অনেকটা সুস্থ হয়ে যায়। প্রকৃতির প্রতি আমাদের নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে এসেছি, তাইতো প্রকৃতি বড়োই রুষ্ঠ। আমাদের বেঁচে থাকার রসদ এই প্রকৃতি থেকে পাই আর সেই পরিবেশকে আমরা দূষণের ভারে ভারাক্রান্ত করে তুলেছি।

————————————-

অর্পিতা সিংহ
বাংলা অনার্স (SEM-III)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ
দেওয়াল পত্রিকা ২০১৯-২০

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

পরিবেশবিদ্যা বিভাগ

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

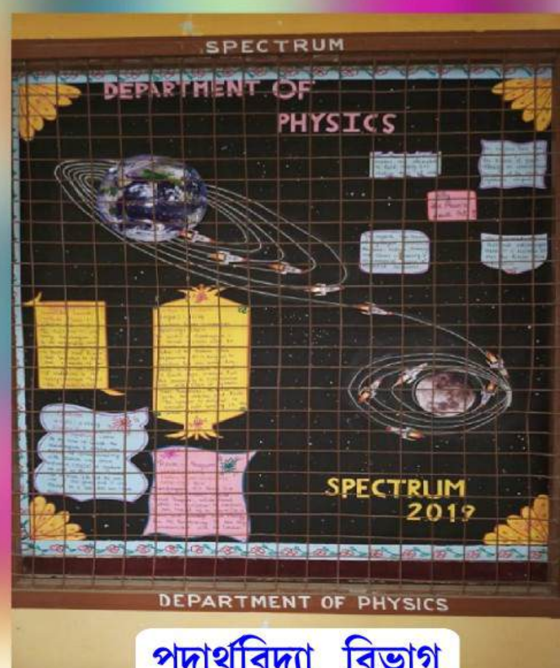

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ
দেওয়াল পত্রিকা ২০১৯-২০

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

বানিজ্য বিভাগ

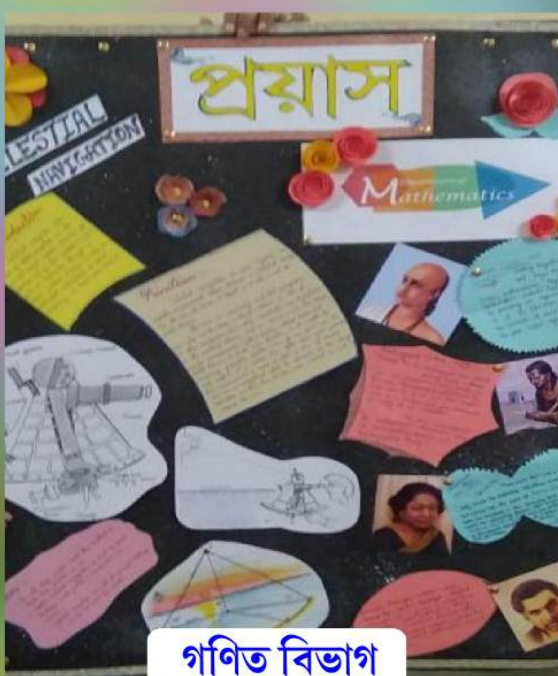

গণিত বিভাগ

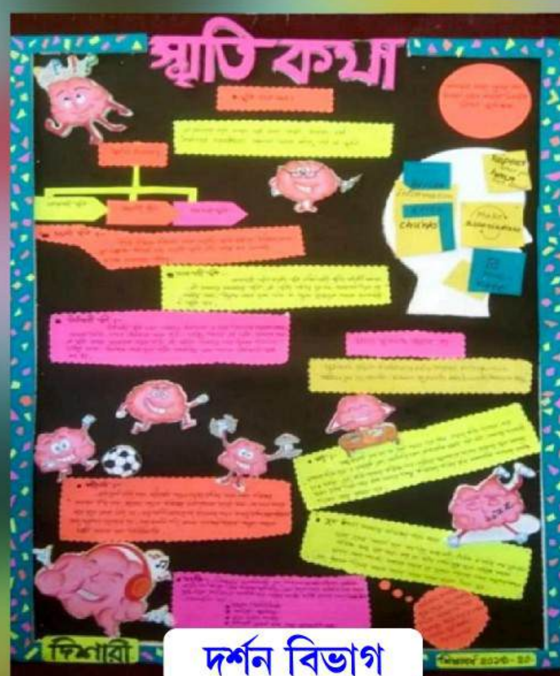

দর্শন বিভাগ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ
দেওয়াল পত্রিকা ২০১৯-২০

ইতিহাস বিভাগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

রসায়ন বিভাগ

সংস্কৃত বিভাগ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ
দেওয়াল পত্রিকা ২০১৯-২০

বাংলা বিভাগ

কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ

ইতিহাস বিভাগ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষামূলক ভ্রমণ ২০১৯-২০

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষামূলক ভ্রমণ ২০১৯-২০

রসায়ণবিদ্যা বিভাগ

পরিবেশবিদ্যা বিভাগ

ভূগোল বিভাগ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষামূলক ভ্রমণ ২০১৯-২০

স্টুডেন্টস্ সেমিনার

রসায়নবিদ্যা সেমিনার

প্রাণীবিদ্যা সেমিনার

COVID-19 epidemic: humanity and environment

CORONA: switching on positions

PANDEMIC EPIDEMIC

ENDEMIC QUARANTINE

LOCKDOWN CURFEW

Some words of vocabulary that people either had forgotten or didn't even knew before the discovery of COVID – 19. Before jumping on to its consequences, we should indeed know the term, its origin, causes, symptoms, effect, outbreaks and cautions & precautions.

The official scientific name of the coronavirus causing the current pandemic is SARS-CoV-2 (kinship of SARS- COV, 2002), but the disease itself is known as Covid-19.

<Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-COV or SARS-CoV-1) is a strain of virus that causes severe acute respiratory syndrome (SARS). It is an enveloped, positive-sense, single-stranded RNA virus which infects the epithelial cells within the lungs.>

Reports of the first COVID-19 cases started in December 2019. The recent outbreak began in Wuhan, a city with population over 11 million in the Hubei province of China. The virus is believed to have originated from a “wet market” where animals such as bats, snakes, rabbit, and birds are illegally sold. Coronaviruses are common in certain species of animals, such as cattle and camels. Although the transmission of coronaviruses from animals to humans is rare, this new strain remains unclear exactly how the virus first spread to humans.

Some reports trace the earliest cases back to a seafood and animal market in Wuhan. It may have been from here that SARS-CoV-2 started to spread to humans.

SARS-CoV-2 spreads from person to person. When people with COVID-19 breathe out or cough, they expel tiny droplets that contain the virus. These droplets can enter the mouth or nose of someone without the virus, causing an infection to occur. The most common way that this illness spreads is through close contact with someone who has the infection. Close contact is within around 6 feet also it spreads through fomites.

According to the WHO, signs of infection include fever, cough, shortness of breath and breathing difficulties. In severe cases, it can lead to pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure and even death. “In case there is an indication of fever, cold, cough, breathing problems, or other flu-like symptoms, it is imperative to seek assistance immediately. If left unchecked, and in severe cases, the virus can cause organ failure,”

According to the WHO, signs of infection include fever, cough, shortness of breath and breathing difficulties. In severe cases, it can lead to pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure and even death. “In case there is an indication of

fever, cold, cough, breathing problems, or other flu-like symptoms, it is imperative to seek assistance immediately. If left unchecked, and in severe cases, the virus can cause organ failure,"

Corona Viruses work by hijacking cells in the body. They enter host cells and reproduce. They can then spread to new cells around the body. Coronaviruses mostly affect the respiratory system, which is a group of organs and tissues that allow the body to breathe. Respiratory illnesses affect different parts of this respiratory system, such as the lungs. A coronavirus typically infects the lining of the throat, airways, and lungs.

Humans as well as animals - both living and dead - are put together in close contact in "wet markets" in often unhygienic conditions.

As the corona virus is known to be transferred from animals to humans, it is believed market stall holders, who came into contact with animals were the first people first infected by the strain. And then due to lack of knowledge of it at that time, people failed to take measures and it spread by person to person.

A 61-year-old frequent shopper at the "wet market" was the first person to die from the virus. Some of the precautions of Corona virus are:

- Observe good personal hygiene
- Practice frequent handwashing with soap
- Follow respiratory etiquettes - cover your mouth when coughing or sneezing.
- Avoid close contact with people who are unwell or showing symptoms of illness, such as cough, runny nose etc.
- Avoid contact with animals and consumption of raw/undercooked meats.
- Avoid travel to farms, live animal markets or where animals are slaughtered.
- Wear a mask if you have respiratory symptoms such as cough or runny nose.
- Monitor your health closely etc.

Like coins have two faces, atoms have two charges and human have two eyes "humanity" too have shapes to change in, which is being perfectly proven within these days of Corona virus. Whilst some designated to be Corona worriers, helping the suffers by not only risking their own life but the lives of their families also and others simply ignored the fact that it was the period of complete lockdown and it was our call to follow the norms for our own safety.

Even after the strict protocols of co-vid, also kind of a request by the government on various factors including health, like not to surge the prices of any daily essentials or for land lords not to knock tenants for rent as an emergency strike or not to alarm guardian for school fee or employees cut off salary. Despite of all this everything which was not supposed to be happen was happening.

The prices of vegetable and meats were in tremendous rise whilst people also sneaking on one another to buy those. Landlords begin thudding on the doors of tenants for money or a notice of evacuation from the house. And schools were like if we don't make money how are we going to pay our employees and the chain goes on.

On contrary humanity also raised its peak in some cases, people like Mr. SONU SOOD no more needed recognition as a surreal movie hero but became people`s true hero by bridging migrants to their families in restricted lockdown, also donated a truck to a village so they could plough their fields easily and make money.

Not only celebrities but commoners also became hero. Our corona worries risked their everything to raise the number of co-vid survivor and in course some also got martyred. Many young and older doctors, nurses, ward boys, ambulance drivers, police etc. many people got happily martyred just to serve their other fellow people. While some families cried for affected other panicked for the one caring the affected.Humanity really is bewildering, where thousands of people were shedding tears of proud and felicitated the immense hardworking and patriotism of the doctors and other hero`s and fallenhero`s of co-vid by lighting earthen lamps and showing flowers, some other people just decided to barge in hospitals and legitimately assault doctors out of the blues.

While many dying of the viral virus other just feared the symptoms and cared the kin to an edge they took their lives naively out of mere intuitions. There were also other group of people who were literally spatting on people and deliberately trying to infect other people being a source of virus. Some piss near people`s gate other threw plastic inside of people`s house after spatting it or directly spatting over the police and commoners from windows of buses and cars when they were taken to hospitals for treatments.

Some like daily wagers (masons and maids etc.) were losing all hopes as only income sources were shutting down and they were left with families having growling stomach but others started to be productive. During the lockdown there was a huge surge in human productivity percentage as no one wanted to skip meals and wanted to earn even if it`s only a penny. Nobody wanted to be left out in the run to earn. Some woke in the early morning to lurk and vender fruits and vegetables other secretly sell meat just to earn to a extend they could buy their own meal.

In a time where everyone was trying to help each other in days of blizzard rather be emotional, physical or emotional, entertainment and social media didn't disappoint people. Many wives of house who was once just a homemaker became social media sensation by just v-logging their lives in an entertaining way. While many sensations restricted to nation spread worldwide and bought pride for the country. Many songs and

vines were realized to spread information as well entertain.

Talking about the people we should never one eye the environment that the people are living in.

- Ecosystem
- Ecological balance
- Biodiversity
- Environment

Are some of the always intentionally ignored factors that actually required the most concern. Humans don't leave a single opportunity to exploit the environment but when it comes for return back we outcast the topic like it wasn't there in the first place. Pollution and exploitation are not some unknow words for human to emphasize the fact that how they are continuing to destroy mother earth. And it comes to pollution we Indians are never a step behind but in some places leading it with grabbing the first place.

One of the seven worder that is TAJ MAHAL is on the cliff of wrecking. Due to serve pollution its being suffering from MARBEL CANCER, which is being treated now. As we know "we understand the importance when it`s gone or will be gone (shortly)", so when we have almost successfully destroyed it, we are now trying to fix it. More over the capital of India, Delhi NCR itself is the one of the most polluted places around the globe all including Bangalore, and Mumbai for holding the world`s largest slam.

While India is known for its cultural diversities, secularity and a constitution that's fully of equity and empathy, we also maintain an impression of being dirty, full of pollution and unhygienic practices. This practices not only throws shades to our images outside the county but also equally affect our health and environment. During the nation-wide restricted lockdown and curfew people were bound to stay locked at home inhibiting the use of smoke and pollution brewing vehicles. All together with maintaining personal hygiene which includes not peeing in open public places, spatting on walls, throwing garbage arbitrarily or using rivers as a community bath-tube (for both humans &animals) and washing machine for washing all sort of dirty cloths and again using the same water for consumption.

Holy rivers like GANGA and YUMUNA which was once so contaminated that rather washing away peoples sin it was washing away peoples lives. Consumption or bath in these rivers were causing skin cancer and kidney damage due extreme level of contamination and pollution, now in lockdown was becoming a little clearer. The air in DELHI NCR was much purified than ever before.

A situation were people were suffering endlessly our motherenvironment was reviving itself. COVID-19 may have or is giving us a tough time but it was a soothing

healing time for the motherly environment of our. The environment which we human don't leave a chance to exploit was having the most elation during this co-vid epidemic. Its really bewildering how covid-19 had such an abyss of effect from person to person or from person to environment. On one side where some people were damn helpless, sleeping with empty stomach or dying the other side some people were flourishing their business (the internet, google, SNS and mobile sector) like never before. when people were just stuck in houses, animals and birds were the king and queen of the blue sky and under. Pollution was lowkey decreasing river bodies and environment was breathing may expecting coo-vid to never end. To never again face the tormenting and sufferings by human.

If we really don't want to face a situation like this again, we must always play hand in hand with our environment. We must try to widen our visions and see the whole including environment as our families and care and protect each and everyone like we are blood related.

It was really like CORONA SWITICHING ON POSTIONS from unit per area.

মিতালী ঘোষ
বটানি অনার্স (**SEM-III**)

চিত্রাঙ্কণ

COVID- 19 মহামারী : মানবতা ও পরিবেশ

অমিত বসাক
ইতিহাস অনার্স (**SEM-III**)

চন্দন দেবনাথ
গণিত অনার্স (**SEM-V**)

চিত্রাঙ্কণ

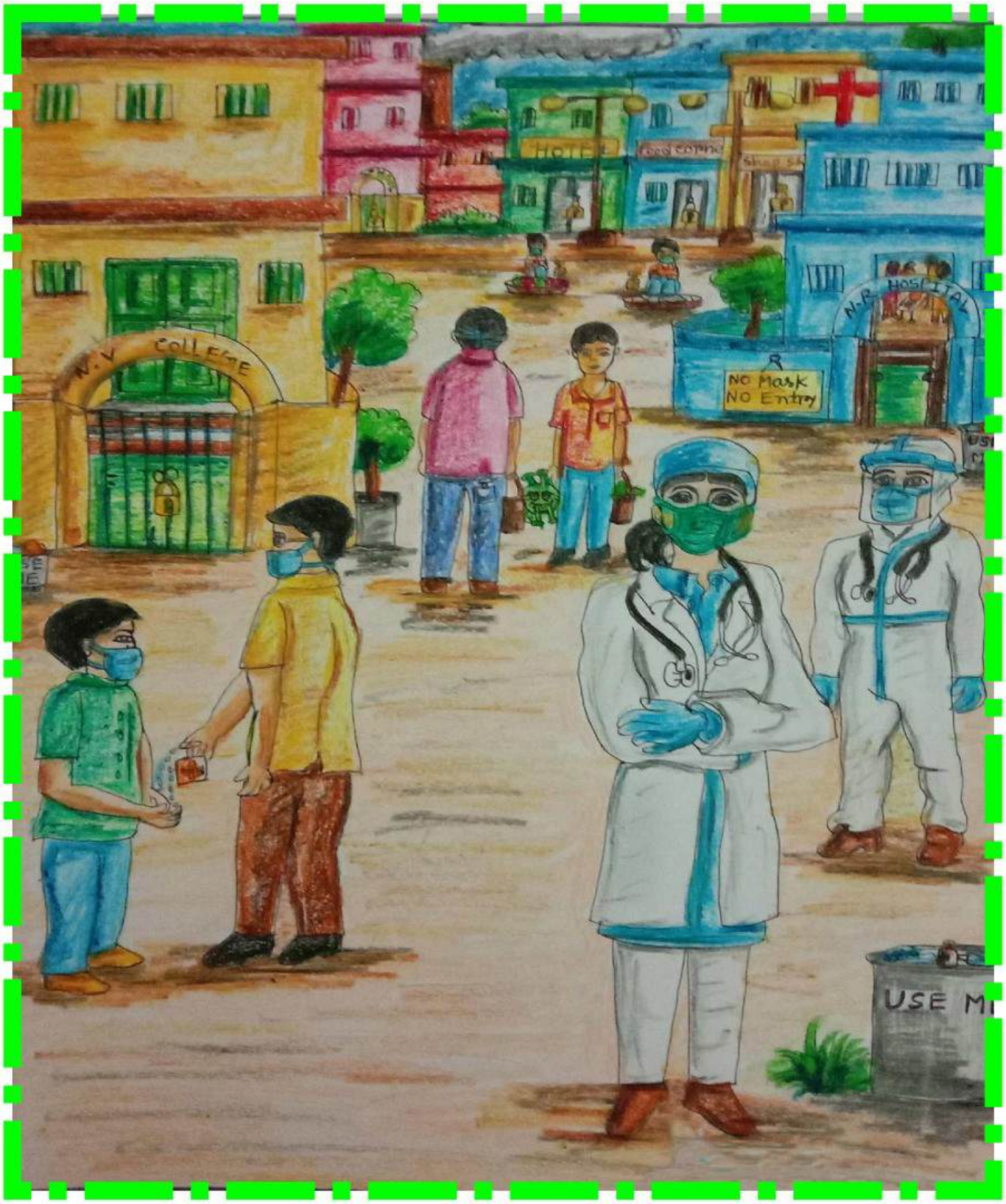

মধুমিতা সাহা
ইংরেজি অনার্স (**SEM-III**)

চিত্রাঙ্কণ

প্রীতেষ ভৌমিক
বি.এ. পাস (SEM-V)

চিত্রাঙ্কণ

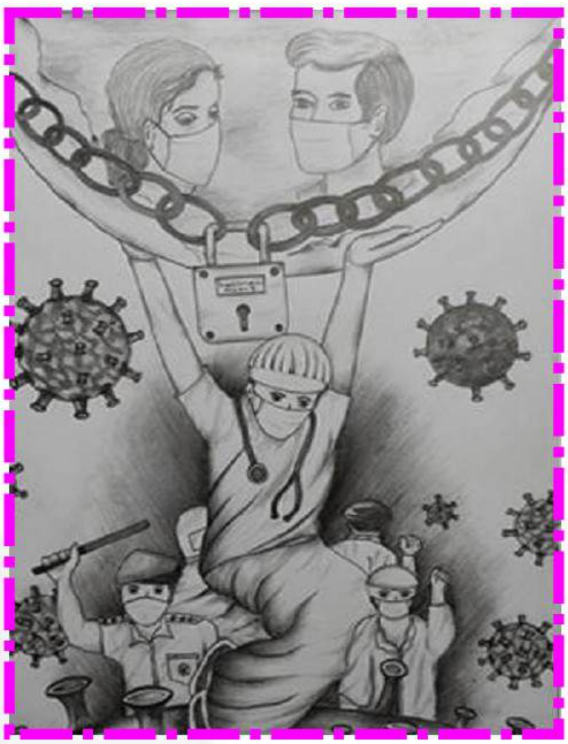

সঞ্জু মাঝি
বি.এস.সি. পাস (**SEM-III**)

চিত্রাঙ্কণ

রঞ্জন দাস
গণিত অনার্স (**SEM-III**)

চিত্রাঙ্কণ

ঋত্বিকা দেবনাথ
বি.এ. পাস (SEM-V)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগীতা - ২০০১৯-২০২০

ইভেন্ট	প্রথম স্থানাধিকারী	দ্বিতীয় স্থানাধিকারী	তৃতীয় স্থানাধিকারী
মহিলা ১০০ মিটার রান	সুনেত্রা দাস B.A. Pass (SEM-II)	নিবেদিতা রায়	কবিতা কবিরাজ
মহিলা ২০০ মিটার রান	সুপর্ণা মিস্ত্রী Edu. Hon(SEM-IV)	সুনেত্রা দাস B.A. Pass(SEM-VI)	শ্রেয়সী মণ্ডল B.A. Pass(SEM-IV)
মহিলা ৪০০ মিটার রান	সুপর্ণা মিস্ত্রী Edu. Hon(SEM-IV)	সুনেত্রা দাস B.A. Pass(SEM-VI)	সাহানাজ খাতুন B.A. Pass(SEM-II)
মহিলা শট্ পুট	অমানে খাতুন B.A. Pass(SEM-IV)	সারিকা পারভিন খাতুন	সুস্মিতা ভৌমিক
মহিলা ডিসকাস	অমানে খাতুন B.A. Pass(SEM-IV)	সালমা মণ্ডল Pol.S. Hon (SEM-II)	পূর্ণিমা ধারা B.A. Pass (SEM-II)
মহিলা লং জাম্প	রিয়া পাল B.A. Pass(SEM-IV)	সাহানাজ খাতুন B.A. Pass(SEM-IV)	সুপর্ণা মিস্ত্রী Edu. Hon(SEM-IV)
মহিলা হাই জাম্প	সাহানাজ খাতুন B.A. Pass(SEM-IV)	রেখা মাঝি B.A. Pass (SEM-II)	শ্রেয়সী মণ্ডল B.A. Pass(SEM-IV)
পুরুষ ১০০ মিটার রান	সৌভিক সরকার B.A. Pass (SEM-II)	রাজু মল্লিক B.A. Pass (SEM-II)	শংকর দাস B.A. Pass (SEM-II)
পুরুষ ২০০ মিটার রান	সৌভিক সরকার B.A. Pass (SEM-II)	সৌরভ পাত্র B.A. Pass(SEM-IV)	কেনারাম হাজরা B.A. Pass (SEM-II)
পুরুষ ৪০০ মিটার রান	পরেশ দেবনাথ	সন্দীপ মণ্ডল	রঞ্জন রাজবংশী
পুরুষ ৮০০ মিটার রান	সাগর বিশ্বাস B.A. Pass(SEM-IV)	জাকিরউদ্দিন শেখ B.A. Pass (SEM-II)	কেনারাম হাজরা B.A. Pass (SEM-II)
পুরুষ ১৬০০ মিটার রান	সাগর বিশ্বাস B.A. Pass(SEM-IV)	জাকিরউদ্দিন শেখ B.A. Pass (SEM-II)	সন্দীপ ঘোষ
পুরুষ শট্পুট	শুভজিৎ ঘোষ	চন্দন দেবনাথ	সঞ্জু ঘোষ
পুরুষ ডিসকাস	অর্ঘ্য বিশ্বাস B.A. Pass(SEM-II)	অভিজিৎ দেবনাথ B.A. Pass (SEM-II)	চন্দন দেবনাথ B.A. Math Hon(SEM-II)
পুরুষ লংজাম্প	স্বরূপ মণ্ডল B.A. Pass(SEM-II)	শংকর দাস B.A. Pass (SEM-II)	সৌভিক সরকার B.A. Pass (SEM-II)
পুরুষ হাইজাম্প	রাকেশ ব্যানার্জী	প্রকাশ ঘোষ	মিলন প্রামাণিক

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন- ২০২০

এন.এস.এস. এবং এন.সি.সি.-র কর্মসূচি- ২০১৯-২০

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ২০১৯-২০

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ২০১৯-২০

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ২০১৯-২০

গল্প

আশি কিমির ধাক্কা

ফাঁকা ১১৬ বি। আশিতে ছুটছে লাল হ্যাচব্যাক। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে গৌরব। চোখ মোবাইলে। একসঙ্গে তিনটে চিন্তা তার মাথায়। এক, যদি মার্চ মাসের শেষে লকডাউন শেষ না হয় তবে ওয়ার্কাররা নাও আসতে পারে, ফলে তার কাজের দেরি হবে ফলে পেমেন্ট পেতেও দেরি হবে। দুই, তার মেয়েটার ভূগোল পরীক্ষাটা পিছিয়ে গেল, কবে যে হবে কেউই জানে না। এদিকে পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় মেয়েটাও মোবাইল নিয়ে মেতে আছে। তবে তিন নম্বরটা একটু বিপজ্জনক, আসলে ফেসবুকে গৌরব এখুনি দেখল তার বন্ধুরা কেউ বাসন মাজছে, কেউ ডালগোনা না কি সব তৈরি করছে। তাঁর বন্ধুদের সে ভালোমতোই চেনে, একেকটা শিং ভেঙে বাছুরে পরিণত হয়েছে, যাদের সঙ্গে তাদের ছেলেমেয়েরাও আছে। ফলে কোনও নতুন কিছু ট্রেন্ড এলেই তা পোস্ট করে প্রমান দিতে হয় যে সে মরেনি। ... মাঝে মাঝে মনে হয় যে, স্মার্টফোনটা ফেলে দিয়ে একটা টেপা মোবাইল...।

দেখুন লকডাউনে বিরক্ত হয়ে এ কি করলো অম্বরীশ... ! হঠাৎ আসা নিউজ ফিডের কল্যাণে এখন গাড়িতে শুধু ড্রাইভারই মাথা উঁচু করে আছে। কেউই খেয়াল করেনি যে, সকাল ৯.০০টা বেজে গিয়েছে, কাঁথি থেকে বেড়নোর সাড়ে তিন ঘন্টা পরে জলখাবার করার কথা হয়েছিল।

আসলে গৌরব ও পূরবীর দুই মেয়ে মন্দার ও মণি। না, তারা যমজ নয়, দুই বছরের ছোট বড়ো। কিন্তু তাদের হাবভাব তাদের বাবা-মা বোঝে না। তাদের সবকিছুতে ডুয়েলিং করতেই হবে। একই রং এর সব কিছু দুজনার চাই। পুরো মায়ের মতো হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তবে তাদের বাবা তাঁর শ্যালকের ছাপ পান। যে তাঁর বাপের টাকায় তৈরি প্রথম শর্ট ফিল্ম তৈরি করতে গিয়ে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তার বাড়িতেই এখন যাওয়া হচ্ছে। ২৩শে মার্চের সেই সকাল বেলায় যখন খবর এল যে গৌরবের শ্বশুরের লোহার কারখানার ওয়ার্কাররা সব নিজেদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে নিজেদের নিজ নিজ নিকেতনে নির্বাসন নিয়েছেন। তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে পরের দিন সকাল-সকাল সমস্ত বহনযোগ্য সামগ্রী এবং বউ ও দুই মেয়ে নিয়ে জীবনে প্রথমবার গৌরব ঘরজামাই হওয়ার স্বাদ নেবে।

'দেখ - দেখ খাচ্ছে!' কথাটা তিনবার পরপর উচ্চারণ হল। এত জোরে যে গাড়ির সবাই বুঝতে পারলো যে, তৃতীয় বারের আওয়াজটি মণির মুখ থেকে বেরিয়েছে এবং প্রথম দুটি তার মোবাইল থেকে।

'মা অনেক বেলা হল কিছু খাবা না ?' সে বলল।

তখনি মুখ থেকে মোবাইলটা নামিয়ে গৌরব বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, কাল সারারাত ধরে এত খাবার যে প্যাক করলে কই সেসব। আর রাস্তায় নেমে যে কিছু খাব তারও তো উপায় নেই।'

'খেতে তো দেব তখন যখন তোমাদের মোবাইল থেকে মুখ উঠবে। কাল রাতে তো বসে বাসে লিস্ট করলে আবার বাদও দিলে তোমরা তিনজন। আমাকেই রান্না করতে হল আমাকেই একটা ব্যাগ ভর্তি করতে হল। আর তোমরা সব মোবাইলে মুখগুজে রয়েছে, ওঠানোর নাম নেই ...।

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে গৌরব বলে ওঠে, 'তুমিও যে গাড়িতে ওঠার পর থেকে ম্যাগাজিন পড়ে যাচ্ছ, তুমি খাবার কথা বললে না কেন?'

'ও আমি না বললে তোমাদের খিদে, ঘুম কিছুই পাবে না তাই তো?' ঝাঁঝিয়ে ওঠে পূরবী।

'হ্যাঁ, তোমার বলার জন্যই তো আজ আমরা মাঝরাস্তায় চলন্ত গাড়িতে ঝগড়া করছি।'

'কী, আমি বলেছি নবদ্বীপে যেতে! তুমিই তো বললে, (নাকি সুরে) করোনা খুব স্পিডে ছড়াচ্ছে, সব ওয়ার্কাররা দেশে চলে গেছে, ছোট মেয়েটার প্রোজেক্ট, বড় মেয়েটার পরীক্ষা আটকে গেছে, আবার বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। যখন যাওয়ার জন্য বলি তখন যাও না আর এখন এই মরার মরশুমে হ্যাচরাতে হ্যাচরাতে নিয়ে যাচ্ছ!!'

'তোমরা যতক্ষণ ধরে ঝগড়া করছ ততক্ষণে খাওয়া হয়ে যেত। কাকু গাড়িটা থামান তো।' বলে ওঠে মন্দার। এতক্ষণ নীরবে থাকা ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করাল।

'কেউ গাড়ি থেকে নামবে না। যা খাবার গাড়িতেই খাবে।' জল খেতে খেতে বলে গৌরব।

তার হাতে থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে পূরবী বলে, 'তোমার কি এখনও বাথরুম পায়নি, নাকি আমি বললে পাবে?'

'তাহলে গাড়িটা কোনও পেট্রোল পাম্পে বা ধাবায় নিয়ে চলতো ভাই।'

'কিন্তু দাদা, গুগল ম্যাপে তো দেখাচ্ছে পেট্রোল পাম্প এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের দূরে, আর সব হোটেল তো লকডাউনের জন্য বন্ধ।' ড্রাইভার বলে।

'না - না আমরা অতক্ষণ থাকতে পারবো না। আশেপাশে খোঁজ করি। লকডাউনের মধ্যে রাস্তা ফাঁকা। কে আর দেখতে যাচ্ছে।' এই বলে ছোট বোন মণি দরজা খুলে নামতে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা বেরিয়ে এসে বাধা দিয়ে বলে, 'পাগল নাকি?' গৌরবের চোখে মেয়েদের শালীনতা বাঁচানোর চেষ্টা ফুটে ওঠে।

ঠাস-স-স করে গৌরব তার বড় মেয়েকে চড়িয়ে দিয়ে সিটবেল্ট লাগাল। পূরবী কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তা দেখে থেমে গেল। পাশ ফিরে দেখে মন্দার শুকনো চোখে মোবাইলে ভিডিও দেখছে।

'চলো ভাই। আশেপাশে কোনও গ্রাম থাকলে সেখানে চল। সেখানেই কারও বাড়িতে হাল্কা হওয়া যাবে। ওখানেই বসে না হয় খেয়ে নেব।' ড্রাইভারকে আদেশ দেন গৌরব।

'কিন্তু আমিতো শুনেছি এখন করোনার জন্য কোনও গ্রামে বাইরের লোকদের ঢুকতে দিচ্ছে না।' করুণ সুরে বলে ড্রাইভার।

'কোথায় শুনলে এসব! ফেসবুকে? আরে ওরকম অনেকে অনেক কিছু লেখে। ছাড়তো ওসব ফেকনিউজ। যদি গ্রামের মানুষের অত বুদ্ধি থাকতো তাহলে কি সরকার যেচে লকডাউন করতো?' আত্মবিশ্বাসের সুরে বলে সে।

কিছুটা দূর যেতেই চোখে পড়ে একটা ইঁটের রাস্তা হাইরোড ছেড়ে চলে গেছে। গুগল ম্যাপের দাক্ষিণ্যে ইঁটের রাস্তাটি বেছে নেওয়া হল। চারধারে ক্ষেত। ক্ষেতে ফসল ভর্তি কিন্তু কোনও লোকজন দূর-দূর পর্যন্ত

দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার দুপাশে সুবিস্তৃত তরুরাজি বেলা পৌনে এগারটার তপ্ত রোদকে মাথায় নিয়ে আছে। বহুদূরে রাস্তা লোকালয়ের দিকে বাঁক নিয়েছ। আশেপাশে বেশকিছু দোকানপাট দেখা যাচ্ছে। কোনওটা নিজে থেকে কোনওটা বাধ্য হয়ে। ক্রমে দোকানের সংখ্যা বাড়তে লাগল। সেই সঙ্গে রাস্তার অবস্থাও খারাপ হতে লাগল। রাস্তার ঝাঁকুনির চোটে সামনে বসা গৌরবের মাথা সামনের কাঁচে ঠুকে গেল। লাল ধুলোওয়ালা একটা রাস্তা। দুপাশে কিছু বাঁশের কাঠামো । খানিকটা ঠাওর করলে বোঝা যায় সেগুলো কয়েকদ্দিন আগে পর্যন্ত দোকান হিসেবে ব্যবহৃত হত। কিছুটা দূরে একটা অশত্থ গাছে নীচে একটা খুব ছোট মন্দির। সেখান থেকে কিছুটা এগিয়ে রাস্তার ওপর পিচের প্রলেপ পড়েছে। তার ওপর রাস্তার পাশের দুটো পিলারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা বাঁশ। তা থেকে ঝুলছে একটা চৌকো কাগজ। তাতে লেখা—

''গ্রামবাসী না হলে প্রবেশ নিষেধ''

বাঁশের সামনে গাড়ি দাঁড় করানো হল। সামনের সিটে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল গৌরব। ব্যথা একটু কমতেই সে বুঝল যে গাড়ি থেমে গেছে। সে সামনে তাকাতেই তার নজরে পড়ল সেই নিষেধবাক্য। তা দেখে যে তার মেয়েদের দিকে পিছনে তাকেতেই তার বুকটা ধক্ করে উঠল।

পিছনের সিটে শুধু তাদের মালপত্র পড়ে আছে। ড্রাইভার গাড়ির ডিকি খুলে কি যেন খুঁজছে। সে কাউকেই দেখতে পেল না। সে অনুভব করলো এক পরিত্যক্ত বাজারের মধ্যে সে সম্পূর্ণ একা। তার পরিবার কোথায় তা তিনি জানেন না এদিকে তার খিদেয় গা গোলাচ্ছে এবং তার মাথার ব্যথা বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় তিনি কোনরকমে গাড়ি থেকে নামলেন। নেমে তিনি ডাকেন 'মন্দার ...। মণি...। পূরবী-ই-ই।'

দুটো ঘটনা একসঙ্গে ঘটল, তার স্ত্রী ও দুই মেয়ে এক সাথে কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। এসে তার অবস্থা দেখে একই সঙ্গে অবাক ও উত্তেজিত হয়ে মন্দার এক নিঃশ্বাসে যা বলল তার মানে দাঁড়ায়, তার মাথায় চোট লাগার পর সে কিছুটা ঝিমুচ্ছিল সেসময় তারই অজান্তে মন্দার গাড়ি থামায়। সে ও বাকিরা গাড়ি থেকে নেমে বাজারের কিছুটা দূরে যেতেই একটা টয়লেট দেখে। এত ক্ষণ ওখানেই ছিল। গৌরবের হাঁক শুনে ছুটে আসে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হল তখনি ঘটল দ্বিতীয় ঘটনাটা। সবার অলক্ষে হাজির হল তিনজন। মুখ মাস্কে ঢাকা। হাতে গ্লাভস। দুজনের পরণে টি শার্ট, প্যান্ট। আরেক জন যাকে দেখে একটু বয়স্ক মনে হল সেই লুঙ্গি, গেঞ্জি পরিহিত মানুষটির হাতে পিস্তলের মত কি যেন।

মাথায় ঝিম ধরে ছিল এতক্ষণ, এবার টেনশনে গৌরবের পেট মোচর দিতে লাগল। তারা যত পরস্পরের দিকে এগোতে লাগল তত তার টেনশন মার্চের গরমের ঘা হয়ে তার ভুরি ভিজিয়ে দিতে লাগল। অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ পরিবেশের মধ্যে কোথাও একটা কোকিল একটানা ডেকে পরিস্থিতিটাকে আরও বিড়াম্বনাময় করে তুলছে। এমন সময় ওদিকের বুড়ো মানুষটির মোবাইল বেজে উঠল। মানুষটি মোবাইলটা বের করে কি যেন দেখল, তারপর ওই পক্ষাঘাতের প্রতিমূর্তি ছেলে দুটিকে নীচুস্বরে কিছু একটা বলে রাগী রাগী মুখ করে উল্টোদিকে হাঁটা দিল।

এত ক্ষণে প্রথমবার ওইদিক থেকে প্রশ্ন এল, 'আপনারা কোথা থেকে আসছেন?' বলে ওঠে সেই ছেলেটি যার হাতে বন্দুকের মত জিনিসটা। তার পাশ থেকে দ্বিতীয় ছেলেটি প্রায় একসাথে বলে ওঠে, 'এবং কেন আসছেন?' এসব কান্ড-কারখানার চোটে গৌরব তাড়াহুড়ো করে বলতে গিয়ে বলে ফেলে, 'কাশছি।' সঙ্গে

সঙ্গে মন্দার বলে ওঠে- 'আসলে আমরা কাঁথি থেকে আসছি। যাব নবদ্বীপ, আমার মামার বাড়ি। আমরা এখানে একটু রিফ্রেশমেন্টের জন্য নেমেছিলাম, বলছি এসে যখন পড়েছি তখন সকালের খাবারটা বসে খাওয়ার কোন জায়গা পাওয়া যাবে?' দ্বিতীয় ছেলেটি কি যেন বলতে যাচ্ছিল তাকে আটকে মন্দার বলে ওঠে, 'না - না আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে না, আমাদের কাছে খাবার আছে। শুধু একটু বসার জায়গা চাই, দেখছেন তো সঙ্গে পেশেন্ট আছে।' বলে তার বাবার দিকে দেখাল।

'এই ওটা ধরিস না। লোকের জিনিস, জায়গা দিয়েছে এই অনেক।' মণি একটা খুরপি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, তাকে নিষেধ করে পূরবী। 'তবে ব্যবস্থা ভালই।' খেতে খেতে বলে মন্দার। যে ঘরে এখন তারা বসে আছে সেটি চাষের যন্ত্রপাতি রাখার ঘর। চারধারে শুধু ক্ষেত। তাদের গ্রাম থেকে দূরে রাখার জন্য বন্দবস্ত এর থেকে কিছুটা দূরে আল পথ ধরে গেলেই গ্রাম।

ঘরের মেঝেতে চট পেতে চলছে খাওয়াদাওয়া। চারটে টিফিন কৌটোয় পরোটা, আলুর তরকারি, কালো জাম এবং যে জিনিসটা আনতে মন্দার কে সবচেয়ে বেশি ঝক্কি পোহাতে হয়েছে তার নিজের হাতে ইউটিউব দেখে বানানো ঝাল সুজি, যা তার বোন তৃপ্তি সহকারে খেলেও তার বাবা-মা এখনও মুখে তোলেনি।

'এটা কি করেছিস একটু দে তো।' বলে হাত পাতে গৌরব। তার হাতে থাপ্পড় খাওয়ার পর তার বড় মেয়ে তার সঙ্গে বাক্য বিনিময় করেনি। এবারও সে কোনও রকমে খানিকটা সুজি তার বাবাকে দিল। তারপরই শোনা গেল, 'খঅক-ক-কক-।'

সুজি গৌরবের গলায় আটকে গেছে। সে জলের জন্য ছটফট করছে। তার চোখ দুটো লাল হয়ে গিয়েছে, শ্বাস নিতে না পেরে। সে বোতলের শেষ জলটুকু গলাধঃকরণ করে শান্ত হল। তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল মন্দার।

'আরে কি হল!' হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয় জহিরুল ও মফিজুল। সেই দুই ছেলে যাদের সঙ্গে প্রথমে দেখা হয়েছিল। এই দুই ভাইরে ছোটজন হবু উকিল ও তার বড়দা কলকাতার বেসরকারি চাকুরীজীবি যার অফিসে সম্ভবত চিরকালের মত তালা পড়তে চলেছে। দুজনই এখন গ্রামের জমিতে চাষাবাদ করছে। তাদের দিকে তাকিয়ে গৌরব বলে ওঠে, 'ওই একটু গলায় লেগে গিয়েছিল। ছেড়ে গেছে।' তারপর তার নজরে পড়ে তাদের হাতে রাখা দুটি বাক্স। গৌরবের অবাক হওয়া দেখে বড় ভাই একগাল হেসে বাক্স দুটো এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এগুলো আপনাদের জন্য। লকডাউনে আমরা কিছু দুঃস্থ মানুষদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা অনেক দূর যাবেন তাই আপনাদের রাস্তার জন্য সামান্য কিছু।'

গৌরব, পূরবী দুজনই খানিকটা ইতস্তত করলে মণি তাদের হাত থেকে বাক্স গুলো নেয়। খুলে দেখা যায় একটার মধ্যে একডজন মিনারেল ওয়াটারের বোতল। অন্যটাতে কয়েকটা বিস্কুটের প্যাকেট, টাটকা ফল আর চারটে জুসের প্যাকেট। গৌরব আমতা - আমতা করে বলল, 'এসবের কি দরকার ছিল। আমাদের কাছে তো ছিলই।' সঙ্গে সঙ্গে মন্দার ফাঁকা বোতলটা দেখাল। ছোট ভাই শুধু বলল, 'রেখে দিন লাগবে।'

সবাই মিলে গাড়ির দিকে হাটা দিল। আলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বড় ভাই চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা আপনারা যে গাড়িতে করে এলেন তার ড্রাইভার কোথায় গেল?'

প্রত্যুত্তরে গৌরব বলে, 'সে তো আপনাদের নাম শুনেই পালিয়ে গাড়িতে ঢুকেছে। আপনাদের হাতের খাবার

খেলে তার নাকি জাত যাবে!'

খানিকটা চিন্তা করে জহিরুল আবার বলে, 'আপনারা নবদ্বীপে যাবেন তার জন্য এদিক দিয়ে কেন এলেন সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি। আপনারা এতটা ভেতর দিয়ে না এসে সরাসরি কোলাঘাটে গিয়ে সেখান থেকে হাওড়া হয়ে নবদ্বীপ গেলি তো পারতেন!'

এবার গৌরবের মুখেও দুশ্চিন্তা দেখা গেলেও সে মুখে হাসি এনে বলল, কি জানি ভাই। আমি তো অনেক বছর পর শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি। তাই আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।' এবার মফিজুল বিদায় জানিয়ে বলে, 'আপনাদের ফোন নাম্বার তো নিয়েইছি, দরকার হলে যোগাযোগ করবেন।' গাড়ির ভেতর থেকে ওরাও হাত নাড়ে এই অচেনা ক্ষণিকের বন্ধুদের দিকে।

রাত ৯-০০। নবদ্বীপ।

বাড়ির সামনে জিনিসগুলো নামাতে থাকে গৌরব। গলির মুখে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গে মন্দার-মণি। আর নবদ্বীপে ঢোকার আগে যে টেস্ট হয়েছিল তার জেরে নাক সুর-সুর করায় নাক ঝাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ে পূরবী। সামনের পনের দিন তারা তার বাড়ির ওপরতলায় কোয়ারেন্টিন থাকবে। যে ঘরটা কুড়ি বছর পূরবীর নিজের ছিল। সব জিনিসপত্র নামানো হয়ে গেলে যা গাড়ি সেই পুরনো কলেজ ফ্রেন্ডকে ফোন করে তাকে তেলের হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে এতক্ষণ ধরে চেপে রাখা প্রশ্নটা ড্রাইভারকে করেই ফেলে গৌরব, 'বলছি মাখনদা আপনাকে তো বলা হয়েছিল সোজা কোলাঘাট হয়ে নবদ্বীপ এ আসতে তাহলে আপনি এতটা ঘুরিয়ে আনলেন কেন।'

এবার বিস্ময়ে ফেটে পড়ে সে বলল, 'তার মানে! আমি যে গাড়ি কাঁথি ছাড়ানোর পর বললাম, যেদিকের রাস্তায় বেশি কড়াকড়ি বেশি, সেদিক দিয়ে যাব কিনা আপনিই তো মোবাইল এ কি যেন দেখতে দেখতে হ্যা-হু করলেন। আমিও সেই কথামতোই চালালাম।' এই বলে তার জন্য বরাদ্দ ঘরের দিকে পা বাড়ায় সে। এদিকে গৌরব বুঝতে পারে তার বন্ধু যার কাছ থেকে গাড়িটি আনা হয়েছে তারই ডালগোনা কফির ফেসবুক পোস্ট তাকে ও তার পরিবারকে আশি কিমি বেশি ঘুরিয়েছে।

অনয় কুমার সাহা

বাংলা অনার্স (SEM-III)